শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব-রহস্য
শ্রীমৎ ভক্তিপুরুষোত্তম স্বামী
শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ
আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের প্রতিষ্ঠাতা ও আচার্য

শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব-রহস্য

ভক্তিপুরুষোত্তম স্বামী

সংকলক ও প্রকাশক ঃ শ্রীমৎ ভক্তিপুরুষোত্তম স্বামী

প্রথম সংস্করণ ঃ শ্রীশ্রীরাধাষ্টমী, ২০০৯, ৩০০০ কপি
দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমী, ২০১২, ৫০০০ কপি

প্রুফ-রিডার ঃ গোবিন্দানন্দ দাস

গ্রন্থে প্রদত্ত বিষয়বস্তু-সংক্রান্ত
তথ্যের জন্য যোগাযোগ ঃ
শ্রীমৎ ভক্তিপুরুষোত্তম স্বামী
ইসকন, শ্রীমায়াপুর,
নদীয়া- ৭৪১৩১৩

মুদ্রণে ঃ শ্রীকৃষ্ণ প্রেস এণ্ড ডি. টি. পি. সেন্টার
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া, পিন- ৭৪১৩১৩
মোবাইল ঃ ৯৭৩৩৫৪২৬৭৮

উৎসর্গ

আমার পরমারাধ্য পরম গুরুদেব বিশ্ববরেণ্য ইসকন প্রতিষ্ঠাতাচার্য কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের শ্রীকরকমলে ''শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব-রহস্য'' গ্রন্থ শ্রদ্ধাপূর্বক উৎসর্গ করলাম, যিনি স্বীয় গুরুদেবের কৃপা-নির্দেশ মস্তকে ভূষণ করে সমগ্র বিশ্বে কৃষ্ণভাবনামৃত প্রচার করেছেন এবং অনুগামী ভক্তমণ্ডলীকে প্রচারে উদ্বুদ্ধ করছেন।

সূচীপত্র

মুখবন্ধ

ভারতবর্ষ, বাংলাদেশ তথা পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই ভগবান নিয়ে বিভ্রান্তি অর্থাৎ ভগবান কে? তার উত্তরে কেউ কেউ বলেন— আমরা সবাই ভগবান, আবার কেউ কেউ বলেন— কৃষ্ণ, বিষ্ণু, শিব, ব্রহ্মা, দুর্গা, কালী, গণেশ, সূর্য ইনারা সকলেই ভগবান; কাকে বাদ দিব বলুন তো, তাই আমার কাছে সকলেই ভগবান এবং যাঁরই পূজা করুন—সবই এক। আবার কেউ বলেন— ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর ইনারা তিনজন ভগবান। আর অনেকেই বলেন— সর্বনিয়ন্তা ভগবান নিরাকার, তাঁর রূপ নেই। এই প্রকার বিভ্রান্তিমূলক বাক্যের নিরসন পূজ্যপাদ গ্রন্থকার তাঁর *ভগবান কে?* নামক গ্রন্থে অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে করেছেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত হয়েছে— অদ্বয়তত্ত্ব তিনরূপে প্রতিভাত হন, যথা— ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান। ব্রহ্ম হচ্ছেন ভগবানের অঙ্গজ্যোতি, পরমাত্মা হচ্ছেন ভগবানের আংশিক প্রকাশ এবং ভগবান হচ্ছেন পরম-তত্ত্বের সর্বোচ্চ উপলব্ধি। ধর্মের গ্লানি ও অধর্মের অভ্যুত্থান হলে এবং সাধুগণের রক্ষা ও দুষ্কৃতিকারীদের বিনাশসাধন করার জন্য ভগবানের বহুবিধ অবতার প্রকটিত হন, *অবতারা হ্যসংখ্যেয়া হরিঃ* ভগবান শ্রীহরির অসংখ্য অবতার প্রকাশিত হন। এই সমস্ত অবতারেরা হচ্ছেন ভগবানের অংশ অথবা কলা অবতার, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন স্বয়ং পরমেশ্বর ভগবান *এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্*। এই জগতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অবতরণ অত্যন্ত দুর্লভ, কারণ তিনি ব্রহ্মার একদিনে একবার আসেন, যুগে যুগে আসেন না।

অজো জন্ম-বিহীনোঽপি জাতো জন্মাবিরাচরৎ।

অজ অর্থাৎ জন্মহীন হয়েও জাত অর্থাৎ জন্মগ্রহণের লীলাভিনয় করেছিলেন

শ্রীল রূপ গোস্বামীপাদ বলেছেন—"যদি বলা হয় একের অজত্ব ও জন্মিত্ব বিরুদ্ধ, কিন্তু এই আশঙ্কা পরিহার করা উচিত, কারণ ভগবান— অচিন্ত্য ঐশ্বর্য ও বৈভবসম্পন্ন। অগ্নি যেমন সেই সেই স্থানে তেজোরূপে বিদ্যমান থেকেও কোন কারণবশতঃ মণি বা কাষ্ঠাদি থেকে প্রাদুর্ভূত হয়, ঠিক তেমনই কোন কারণবশতঃ ভগবান তাঁর নিত্য অদ্ভুত জন্মলীলার প্রকাশ করে থাকেন।" শ্রীকৃষ্ণের অবতীর্ণের বহুপ্রকার কারণের মধ্যে গৌণ ও মুখ্য ভেদে দুই প্রকার কারণ রয়েছে। তিনি বলেছেন, "স্বীয় লীলাকীর্তির বিস্তার করে লোকগণকে অর্থাৎ সাধক ভক্তমণ্ডলীকে অনুগ্রহ করবার ইচ্ছাই তাঁর জন্মাদিলীলা প্রকাশের মুখ্য হেতু বা কারণ।" এই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংরূপ এবং বসুদেবনন্দন শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন তাঁর বৈভবপ্রকাশ। তাঁরা উভয়েই একসঙ্গে যশোদানন্দন ও দেবকীনন্দন রূপে আবির্ভূত হয়েছেন। স্বয়ংরূপ ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ বসুদেবনন্দন শ্রীকৃষ্ণকে একীভূত করে পরবর্তীতে লীলাভেদে বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণকে প্রকাশ করেছেন; উভয়ের তত্ত্বতঃ কোন পার্থক্য নেই, কিন্তু রসগত ও মাধুর্য্যের উৎকর্ষতার ভেদ রয়েছে।

স্বয়ংরূপের গোপবেশ, গোপ-অভিমান।
বাসুদেবের ক্ষত্রিয়-বেশ, 'আমি—ক্ষত্রিয়' জ্ঞান।।
সৌন্দর্য্য, ঐশ্বর্য্য, মাধুর্য্য, বৈদগ্ধ্য-বিলাস।
ব্রজেন্দ্রনন্দনে ইঁহা অধিক উল্লাস।।
ব্রজে কৃষ্ণ—সর্বৈশ্বর্য্য প্রকাশে 'পূর্ণতম'।
পুরীদ্বয়ে, পরব্যোমে—'পূর্ণতর', 'পূর্ণ'।। (চৈঃ চঃ)

শ্রীল রূপ গোস্বামী ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন *হরিঃ পূর্ণতমঃ পূর্ণতরঃ পূর্ণ ইতি ত্রিধা* অর্থাৎ ভগবান হরি পূর্ণ, পূর্ণতর ও পূর্ণতম — এই তিন প্রকার। অল্প গুণের প্রকাশক হরি পূর্ণ; সর্বগুণের অল্পপ্রকাশক হরি পূর্ণতর; আর যাঁর মধ্যে অখিলগুণ প্রকাশিত, সেই হরি পূর্ণতম; পণ্ডিতেরা এইভাবে কীর্তন করেন। *কৃষ্ণস্য পূর্ণতমতা ব্যক্তাভূদ্‌গোকুলান্তরে। পূর্ণতা পূর্ণতরতা দ্বারকা-*

মথুরাদিষু।। গোকুলে শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণতমতা, মথুরায় পূর্ণতরতা ও দ্বারকায় পূর্ণতা ব্যক্ত হয়েছিল। এই বাক্যের সমর্থনে তিনি শ্রীযামল-বচনের উদাহরণ দিচ্ছেন — *কৃষ্ণোঽন্যো যদুসম্ভূতো যঃ পূর্ণঃ সোঽস্ত্যতঃ পরঃ* অর্থাৎ যদুসম্ভূত কৃষ্ণ পৃথক; যিনি পূর্ণ তিনি বাসুদেব কৃষ্ণের পর অর্থাৎ মূলতত্ত্ব। তিনি সর্বদাই দ্বিভুজ, কখনও চতুর্ভুজ নন। কিন্তু বাসুদেবকৃষ্ণ দ্বিভুজ ও চতুর্ভুজ উভয়রূপে প্রকাশ পান এবং মথুরা ও দ্বারকাতে লীলা করেন। পদ্মপুরাণে বর্ণিত আছে যে, গোপ-গোপী পরিবৃত, নবঘনশ্যাম, হাস্যপরায়ণ, পীতবসন শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র কদম্বমূলে আসীন হয়ে ব্যাসদেবকে দর্শন দান করে মধুর স্বরে বললেন, "আমার যে সচ্চিদানন্দ পদ্মপলাস অলৌকিক রূপ দর্শন করলে, এর থকে আর শ্রেষ্ঠতত্ত্ব নেই।" *গোবিন্দের মাধুরী দেখি' বাসুদেবের ক্ষোভ। সে-মাধুরী আস্বাদিতে উপজয় লোভ।।* সেই মাধুরী দর্শন করবার জন্য মহাবিষ্ণু ব্রাহ্মণ বালকগণ অপহরণ করেছেন; লক্ষ্মীদেবী তপস্যা করেও যাঁর সঙ্গ লাভ করতে পারেননি; সেই পরমতত্ত্ব হচ্ছেন সর্বারাধ্য যশোদানন্দন, ব্রজেন্দ্রনন্দন, নন্দনন্দন। তাঁর জন্ম ও কর্ম (লীলা) দিব্য অর্থাৎ ত্রিগুণাতীত এবং তাঁর রূপ সচ্চিদানন্দ ও নিত্য, আমাদের মতো দেহ ও দেহীর (আত্মা) পার্থক্য নেই *দেহ-দেহি-ভিদা চাত্র নেশ্বরে বিদ্যতে ক্বচিৎ।* আমাদের মতো তাঁর জন্ম হয় না, পূর্বদিকে সূর্যোদয়ের মতো তাই তাঁর জন্মকে আবির্ভাব বলা হয়। তাঁর পিতা-মাতার পিতৃত্ব ও মাতৃত্ব শুধু নিত্য অভিমানমাত্র। এই সমস্ত তত্ত্ব ও তথ্য মহারাজ সকলের অবগতির জন্য সাবলীল ভাষায় অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে শাস্ত্রীয় আধারে ব্যাখ্যা করেছেন। মহারাজ আমাকে প্রুফ্ সংশোধনের জন্য কৃপাপূর্বক আদেশ দিয়েছেন, কিন্তু অজ্ঞতাবশতঃ গ্রন্থ-মধ্যে যে সকল ত্রুটি পরিলক্ষিত হবে তা অদোষদর্শী পাঠক-ভক্তগণ আমাকে ক্ষমা করে ভ্রম-প্রমাদাদি সংশোধনপূর্বক শ্রীগ্রন্থ আস্বাদন করুন এবং এই অধমের প্রতি কৃপাবারি বর্ষণ করুন।

ইতি—
গোবিন্দানন্দ দাস
শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীকৃষ্ণায় নমঃ

মঙ্গলাচরণ

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্বকারণকারণম্।।

নবীন-নীরদ-শ্যামং-নীলেন্দীবর-লোচনম্।
বল্লবী-নন্দনং বন্দে কৃষ্ণং গোপাল-রূপিণম্।।
স্ফুরদ্বর্হদলোদ্বদ্ধ নীল-কুঞ্চিত-মূর্দ্ধজম্।
কদম্বকুসুমোদ্বদ্ধ বনমালা-বিভূষিতম্।।

শ্রীকৃষ্ণঃ পরমানন্দো গোবিন্দ নন্দনন্দনঃ।
তমাল-শ্যামল-রুচিঃ শিখণ্ডকৃত-শেখরঃ।।
পীত-কৌষেয়-বসনো মধুর-স্মিত-শোভিতঃ।
কন্দর্পকোটি-লাবণ্যো বৃন্দারণ্য-মহোৎসবঃ।।

তুমি সর্বেশ্বরেশ্বর, ব্রজেন্দ্রকুমার।
তোমার ইচ্ছায় বিশ্বে সৃজন সংহার।।
তব ইচ্ছামত ব্রহ্মা করেন সৃজন।
তব ইচ্ছামত বিষ্ণু করেন পালন।।
তব ইচ্ছামতে শিব করেন সংহার।
তব ইচ্ছামতে মায়া সৃজে কারাগার।।

পরম ব্রহ্মের আকার

শ্রুতি শাস্ত্রের কোন কোন স্থানে পরমব্রহ্মকে নিরাকার, নির্গুণ ও অজ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। তা সাধারণ মানুষ এমন কি অভক্ত জ্ঞানীরাও পর্যন্ত পরমব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের রূপ ও জন্ম সম্বন্ধে বিভ্রান্ত হয়ে থাকেন। শ্রুতি বর্ণিত নিরাকার ব্রহ্মের অর্থ হচ্ছে তাঁর কোন জড় রূপ নেই, কিন্তু তাঁর চিন্ময় রূপ আছে। তাঁর জন্ম আছে, কিন্তু তাঁর জন্ম বদ্ধ জীবদের মতো নয়। তা হচ্ছে, "জন্ম কর্ম চ মে দিব্যম্।"

মুণ্ডক শ্রুতিতে (২/২/৮) বলা হচ্ছে, *ভিদ্যতে হৃদয় গ্রন্থীশ্ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ। ক্ষীয়ন্তে চ অস্য কর্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাববে।*

সেই পরমব্রহ্মের দর্শন লাভ করলে হৃদয়ের গ্রন্থি নষ্ট হয়ে যায়, সমস্ত সংশয় দূরীভূত হয় এবং সমস্ত কর্মফল ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। এখানে যে পরমব্রহ্মের দর্শনের কথা বর্ণিত আছে তাতে বোঝা যায় যে তাঁর রূপ আছে।

পরম ব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব সম্বন্ধে জানার পূর্বে পরম ব্রহ্মের যে আদৌ আবির্ভাব হওয়ার মতো কোন রূপ আছে কিনা তা জানতে হবে। কিছু দার্শনিকগণ পরমব্রহ্মের আদৌ কোন রূপ নেই, তা নিরাকার বলে মত পোষণ করেন; আর কিছু দার্শনিকগণ বলে থাকেন যে, পরমব্রহ্ম প্রকৃতপক্ষে নিরাকার ও নির্গুণ। সেই নিরাকার রূপ থেকে তিনি সাকার রূপ পরিগ্রহ করেছেন, কিন্তু এই যুক্তি দ্বারা ভগবানের সাকার স্বরূপের নিত্যতা হানি হয়। বৈষ্ণব আচার্যগণের মত হচ্ছে পরমব্রহ্মের সাকার রূপটি নিত্য, তা নিরাকার থেকে সত্ত্বগুণ যুক্ত হয়ে সাকার রূপ ধারণ করে না। ভগবান তম, রজ ও সত্ত্ব গুণের অতীত; তিনি শুদ্ধসত্ত্বে অধিষ্ঠিত। তাঁর মধ্যে কোন জড়গুণ থাকতে পারে না।

পরমব্রহ্মের নিত্য দিব্যরূপ সম্পর্কে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার সপ্তম অধ্যায়ের

...র তাৎপর্যের মাধ্যমে শ্রীল এ. সি. ভক্তিবেদান্ত ...ব্যাখ্যা করেছেন।

অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যন্তে মামবুদ্ধয়ঃ।
পরং ভাবমজানন্তো মমাব্যয়মনুত্তমম্।। ২৪।।

...মানুষেরা, যারা আমাকে জানে না, মনে করে যে, আমি পূর্বে অব্যক্ত নির্বিশেষ ছিলাম, এখন ব্যক্তিত্ব পরিগ্রহ করেছি। তাদের অজ্ঞতার ফলে তারা আমার অব্যয় ও সর্বোত্তম পরম ভাব সম্বন্ধে অবগত নয়।

পূর্ববর্তী শ্লোকে দেবোপসাকদের অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন বলে বর্ণনা করা হয়েছে এবং এখানে নির্বিশেষবাদীদেরও সেই রকম বুদ্ধিহীন বলে বর্ণনা করা হচ্ছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর স্বরূপে অর্জুনের সঙ্গে এখানে কথা বলছেন, অথচ নির্বিশেষবাদীরা এতই মূর্খ যে, তারা ভগবান নিরাকার বলে তর্ক করে। শ্রীরামানুজাচার্যের পরম্পরায় মহিমাময় ভগবদ্ভক্ত শ্রীযামুনাচার্য এই সম্পর্কে একটি অতি সমীচীন শ্লোক রচনা করেছেন। তিনি বলেছেন—

ত্বাং শীলরূপচরিতৈঃ পরম-প্রকৃষ্টৈঃ
সত্ত্বেন সাত্ত্বিকতয়া প্রবলৈশ্চ শাস্ত্রৈঃ।
প্রখ্যাতদৈবপরমার্থবিদাং মতৈশ্চ
নৈবাসুরপ্রকৃতয়ঃ প্রভবন্তি বোদ্ধুম্।।

"হে ভগবান! মহামুনি ব্যাসদেব, নারদ আদি ভক্তরা তোমাকে পরমেশ্বর ভগবান বলে জানেন। বিভিন্ন বৈদিক শাস্ত্রের মাধ্যমে তোমার গুণ, রূপ, লীলা ইত্যাদি সম্বন্ধে অবগত হওয়া যায় এবং জানতে পারা যায় যে, তুমিই পরমেশ্বর ভগবান। কিন্তু রজ এবং তমোগুণের দ্বারা আচ্ছাদিত অভক্ত, অসুরেরা কখনই তোমাকে জানতে পারে না, কারণ তোমার তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করতে তারা সম্পূর্ণ অসমর্থ। এই ধরণের অভক্তরা বেদান্ত, উপনিষদ ইত্যাদি বৈদিক শাস্ত্রচর্চায় অত্যন্ত পারদর্শী হতে পারে, কিন্তু তাদের পক্ষে পুরুষোত্তম ভগবানকে জানতে পারা সম্ভব নয়।" (স্তোত্ররত্ন ১২)

ব্রহ্মসংহিতাতে বলা হয়েছে যে, কেবল বেদান্ত শাস্ত্র অধ্যয়ন করার মাধ্যমে পরমেশ্বর ভগবানকে জানতে পারা যায় না। ভগবানের কৃপার ফলেই কেবল তাঁর পরম পুরুষোত্তম সম্বন্ধে অবগত হওয়া যায়। তাই এই শ্লোকে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, দেব-দেবীর উপাসকেরাই কেবল অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন নয়, যে সমস্ত অভক্ত বেদান্ত এবং বৈদিক শাস্ত্র সম্বন্ধে তাদের কল্পনাপ্রসূত মতবাদ পোষণ করে এবং যাদের অন্তরে কৃষ্ণভাবনামৃতের লেশমাত্র নেই, তারাও হচ্ছে মূঢ় এবং তাদের পক্ষে ভগবানের সবিশেষ রূপ অবগত হওয়া অসম্ভব। যারা মনে করে যে, পরমেশ্বর ভগবান নিরাকার, তাদের বলা হয় বুদ্ধিহীন অর্থাৎ এরা পরম তত্ত্বের পরম রূপকে জানে না।

শ্রীমদ্ভাগবতে বলা হয়েছে যে, অদ্বয়-জ্ঞানের সূচনা হয় নির্বিশেষ ব্রহ্ম থেকে, তারপর তা পরমাত্মার স্তরে উন্নীত হয়, কিন্তু পরম-তত্ত্বজ্ঞানের শেষ কথা হচ্ছে পরম পুরুষোত্তম ভগবান। আধুনিক যুগের নির্বিশেষবাদীরা বিশেষভাবে মূর্খ, কারণ তারা তাদের পূর্বতন মহান্ আচার্য শঙ্করাচার্যের শিক্ষাও অনুসরণ করে না, যিনি বিশেষভাবে নির্দেশ দিয়ে গেছেন যে, শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন পরম পুরুষোত্তম ভগবান। নির্বিশেষবাদীরা তাই পরম তত্ত্ব সম্পর্কে সম্পূর্ণভাবে অজ্ঞ হয়ে মনে করে যে, শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন দেবকী এবং বসুদেবের সন্তান মাত্র, অথবা একজন রাজকুমার, অথবা একজন অত্যন্ত শক্তিশালী জীব মাত্র। ভগবদ্গীতায় (৯/১১) ভগবান এই ভ্রান্ত ধারণার নিন্দা করে বলেছেন—

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।

"অত্যন্ত মূঢ় লোকগুলিই কেবল আমাকে একজন সাধারণ মানুষ বলে মনে করে আমাকে অবজ্ঞা করে।"

প্রকৃতপক্ষে, ভক্তি সহকারে ভগবানের সেবা করে কৃষ্ণভাবনা অর্জন না করলে কখনই শ্রীকৃষ্ণকে উপলব্ধি করতে পারা যায় না। শ্রীমদ্ভাগবতে (১০/১৪/২৯) এই কথা প্রতিপন্ন করে বলা হয়েছে—

অথাপি তে দেব পদাম্বুজদ্বয়প্রসাদলেশানুগৃহীত এব হি।
জানাতি তত্ত্বং ভগবন্মহিম্নো ন চান্য একোঽপি চিরং বিচিন্বন্।।

"হে ভগবান! আপনার শ্রীচরণকমলের কণামাত্রও কৃপা যে লাভ করতে পারে, সে আপনার মহান পুরুষত্বের উপলব্ধি অর্জন করতে পারে। কিন্তু যারা পরম পুরুষোত্তম ভগবানকে উপলব্ধির উদ্দেশ্যে কেবলই জল্পনা-কল্পনা করে, তারা বহু বছর ধরে বেদ অধ্যয়ন করতে থাকলেও আপনাকে জানতে সক্ষম হয় না।" কেবলমাত্র জল্পনা-কল্পনা আর বৈদিক শাস্ত্রের আলোচনার মাধ্যমে পরম পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের নাম-রূপ-লীলা ইত্যাদি জানতে পারা যায় না। তাঁকে জানতে হলে অবশ্য ভক্তিযোগের পন্থা অবলম্বন করতে হয়।

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।।

এই মহামন্ত্র কীর্তন করার মাধ্যমে ভক্তিযোগ অনুশীলন শুরু করে সম্পূর্ণভাবে কৃষ্ণভাবনায় মগ্ন হলেই কেবল পরম পুরুষোত্তম ভগবানকে জানা যায়। নির্বিশেষবাদী অভক্তরা মনে করে যে, শ্রীকৃষ্ণের দেহ জড় পদার্থ দিয়ে তৈরি এবং তাঁর শ্রীবিগ্রহ, লীলা ইত্যাদি সবই মায়া। এই ধরণের নির্বিশেষবাদীদের বলা হয় মায়াবাদী। তারা পরম-তত্ত্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ।
ভগবদ্গীতার ৭ম অধ্যায়ের বিংশতি শ্লোকে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে—

কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেঽন্যদেবতাঃ।

"কামনা বাসনা দ্বারা যাদের বুদ্ধি লোপ পেয়েছে, তারাই বিভিন্ন দেবতাদের উপাসনায় প্রবৃত্ত হয়।" এটাও স্বীকৃত হয়েছে যে, ভগবানের পরম ধাম ছাড়াও বিভিন্ন দেব-দেবীর নিজস্ব ভিন্ন ভিন্ন গ্রহলোক আছে। বিভিন্ন দেব-দেবীর উপাসকেরা তাদের উপাস্য দেব-দেবীর গ্রহলোকে যায় এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত কৃষ্ণলোকেই গমন করেন। ত্রয়োবিংশতিতম শ্লোকে বলা হয়েছে, 'দেবান্ দেবযজো যান্তি মদ্ভক্তা যান্তি মামপি' — দেব-দেবীর উপাসকেরা দেব-দেবীদের

বিভিন্ন লোকে যায়, এবং যাঁরা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত, তাঁরা কৃষ্ণলোকে যান। যদিও এই সব কিছুই স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, তবুও মূঢ় নির্বিশেষবাদীরা বলে যে, ভগবান নিরাকার এবং তাঁর এই সমস্ত রূপ আরোপণ মাত্র। গীতা পড়ে কি কখনও মনে হয় যে, বিভিন্ন দেব-দেবী এবং তাঁদের লোকগুলি নির্বিশেষ? তা থেকে স্পষ্টভাবে বুঝতে পারা যায় যে, পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং বিভিন্ন দেব-দেবীরা কেউই নির্বিশেষ নন। তাঁরা সকলেই সবিশেষ ব্যক্তিত্ব। শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরম পুরুষোত্তম ভগবান এবং তাঁর নিজস্ব গ্রহধাম আছে এবং ভিন্ন ভিন্ন দেব-দেবীদেরও ভিন্ন ভিন্ন গ্রহলোক আছে।

তাই অদ্বৈতবাদীদের মতবাদ—পরম-তত্ত্ব নিরাকার এবং তাঁর রূপ কেবল আরোপণ মাত্র, তা ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হয়। এখানে স্পষ্টভাবে বুঝতে পারা যায় যে, পরম-তত্ত্বের সবিশেষ রূপ আরোপিত নয়। ভগবদ্গীতা থেকে আমরা স্পষ্টভাবে বুঝতে পারি যে, বিভিন্ন দেব-দেবীর এবং ভগবানের রূপ একই সঙ্গে বিদ্যমান্ কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণের রূপ সচ্চিদানন্দময়। বেদেও বার বার উল্লেখ করা হয়েছে যে, পরমেশ্বর হচ্ছেন আনন্দময় এবং তিনি 'অভ্যাসাৎ' অর্থাৎ তাঁর প্রকৃতি অনন্ত চিন্ময়গুণে বিভূষিত। গীতাতে ভগবান বলেছেন যে, যদিও তিনি অজ, তবুও তিনি আবির্ভূত হন। গীতার মাধ্যমে ভগবানের সম্বন্ধে এই সমস্ত তত্ত্ব আমরা স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করতে পারি। মায়াবাদীরা যে কিভাবে মনে করে যে, ভগবান নির্বিশেষ, সেটা আমাদের ধারণাও অতীত। গীতার মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারি যে, নির্বিশেষবাদীদের অদ্বৈতবাদ সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। এখানে স্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে, পরমতত্ত্ব ভগবান শ্রীকৃষ্ণের রূপ আছে এবং ব্যক্তিত্ব আছে।

নাহং প্রকাশঃ সর্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ।
মূঢ়োঽয়ং নাভিজানাতি লোকো মামজমব্যয়ম্।। ২৫।।

আমি মূঢ় এবং বুদ্ধিহীন ব্যক্তিদের কাছে কখনো প্রকাশিত হই না। তাদের কাছে আমি আমার অন্তরঙ্গা শক্তি যোগমায়ার দ্বারা আবৃত থাকি। তাই, তারা

জন্ম-মৃত্যুরহিত আমার অব্যয় স্বরূপকে জানতে পারে না।

অনেক সময় অনেকে যুক্তি দেখায় যে, শ্রীকৃষ্ণ যখন এ পৃথিবীতে ছিলেন, তখন তিনি সকলেরই গোচরীভূত ছিলেন, তা হলে এখন তিনি সবার সামনে প্রকট হন না কেন? শ্রীকৃষ্ণ যখন এই বসুন্ধরায় অবতরণ করেছিলেন, তখন কয়েকজন দুর্লভ মহাত্মাই কেবল তাঁকে পরমেশ্বর ভগবান বলে জানতে পেরেছিলেন। কৌরব সভায়, যখন শিশুপাল সভার অধ্যক্ষরূপে শ্রীকৃষ্ণকে নির্বাচনের বিরোধিতা করেন, তখন ভীষ্মদেব শ্রীকৃষ্ণকে সমর্থন করে তাঁকে পরমেশ্বর ভগবান বলে ঘোষণা করেন। এভাবে পঞ্চপাণ্ডব, ভীষ্মদেব, কুন্তীদেবী, বিদুর প্রভৃতি কয়েকজন মহাত্মাই কেবল তাঁকে পরমেশ্বর ভগবানরূপে জানতে পেরেছিলেন, সকলে পারেনি। অভক্ত এবং সাধারণ মানুষের কাছে তিনি প্রকট ছিলেন না। তাই গীতাতে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যে, তাঁর শুদ্ধ ভক্ত ছাড়া আর সকলেই তাঁকে তাদেরই মতো একজন বলে মনে করে। তিনি কেবল তাঁর ভক্তদেরই কাছে সমস্ত আনন্দের উৎসরূপে নিজেকে প্রকাশ করেছেন। আর অল্পবুদ্ধি সম্পন্ন অভক্তদের কাছে তিনি নিজেকে যোগমায়ার দ্বারা আবৃত করে রেখেছিলেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে (১/৮/১৯) কুন্তীদেবী তাঁর প্রার্থনায় বলেছেন যে ভগবান যোগমায়ার প্রভাবে নিজেকে আবৃত করে রাখেন, তাই সাধারণ মানুষ তাঁকে জানতে পারে না। যোগমায়ার আবরণ সম্পর্কে শ্রীঈশোপনিষদের পঞ্চদশ মন্ত্রেও প্রতিপন্ন করা হয়েছে এবং প্রার্থনা জানানো হয়েছে—

হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতমুখম্।
তৎ ত্বং পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্মায় দৃষ্টয়ে।।

"হে ভগবান! তুমিই সমস্ত জগতের নিয়ন্তা। তোমাকে ভক্তি করাই হচ্ছে পরম ধর্ম। তাই আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করি যেন তুমি আমাকেও পালন কর। তোমার অপ্রাকৃত রূপ যোগমায়ার দ্বারা আচ্ছাদিত, ব্রহ্মজ্যোতিই তোমার অন্তরঙ্গা শক্তির আবরণ। কৃপা করে তুমি তোমার এই জ্যোতির্ময় আবরণকে উন্মোচিত করে তোমার সচ্চিদান্দ বিগ্রহের দর্শন দান কর।" ভগবানের সচ্চিদানন্দ

বিগ্রহ তাঁর নিত্যশক্তি ব্রহ্মজ্যোতির দ্বারা আচ্ছাদিত, তাই অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন নির্বিশেষবাদীরা ভগবানকে দেখতে পায় না।

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০/১৪/৭) ব্রহ্মাও তাঁর প্রার্থনায় বলেছেন, "হে পুরুষোত্তম ভগবান! হে পরমাত্মন্! হে সমস্ত রহস্যের স্বামীন্! এই জগতে তোমার শক্তি এবং লীলা কে হিসাব করতে পারে? তুমি সর্ব্বদাই তোমার অনন্ত শক্তির বিস্তার করছ, তাই কেউই তোমাকে বুঝতে পারে না। বিদ্বান বৈজ্ঞানিকেরা এবং পণ্ডিতেরা এই পৃথিবীর এবং অন্যান্য গ্রহের সমস্ত অণু-পরমাণুর হিসাব করতে পারলেও, কিন্তু তবুও তারা কখনই তোমার অনন্ত শক্তিকে হিসাব করতে পারে না, যদিও তুমি সকলের সামনে বিদ্যমান।" পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কেবল অজই নন্, তিনি অব্যয়, অক্ষয়। তাঁর শ্রীবিগ্রহ সচ্চিদানন্দময় এবং তাঁর সমস্ত শক্তি অব্যয় অক্ষয়।

আবির্ভাব তত্ত্ব

পরম করুণাময় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, যিনি তাঁর চিন্ময় ধামে নিত্য অবস্থান করেন, তিনি বদ্ধ জীবদের প্রতি করুণা প্রদর্শন এবং তাঁর ভক্তদেরকে আনন্দ প্রদান করার জন্য এই ধরাধামে অবতীর্ণ হন। এই ধরাধামে ভগবানের অবতীর্ণকে আবির্ভাব বলা হয়। পরমব্রহ্মের জন্ম সাধারণ জীবের মতো নয়, তাঁর জন্ম দিব্য, 'জন্ম কর্ম চ মে দিব্যম্', তিনি অজ হয়েও জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তাঁর স্বীয় স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে নিজের স্বরূপে আবির্ভূত হন। তিনি সর্বদা শুদ্ধসত্ত্বে অধিষ্ঠিত, কখনই ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির দ্বারা পরিচালিত নন। তিনি স্বীয় শুদ্ধ সত্ত্বাত্মিক প্রকৃতিতে অধিষ্ঠান করে বিশুদ্ধ উজ্জ্বল সত্ত্বমূর্তিতে স্বেচ্ছায় অবতীর্ণ হন। ভগবদ্‌গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, "সম্ভবামি আত্মমায়য়া" *আত্মমায়য়া* কথার অর্থ নিজের জ্ঞান এবং নিজের সংকল্পের দ্বারা, মায়া শব্দের অর্থ কৃপা, তাই তিনি ভজনশীল জীবদের প্রতি কৃপা প্রদর্শনের জন্য আবির্ভূত হন। শ্রীকৃষ্ণের দিব্য শরীর নিত্য বর্তমান, কিন্তু তা নিত্য অব্যক্ত অর্থাৎ এই জগতের জীবদের দ্বারা অদৃষ্ট। তিনি অব্যক্ত হলেও ব্যক্ত হন।

নিত্য অব্যক্তোঽপি ভগবানীক্ষ্যতে নিজশক্তিতঃ।
তামৃতে পরমাত্মানং কঃ পশ্যেতামিতং প্রভুম্।।

অর্থাৎ সেই অব্যক্ত ভগবান তাঁর নিজ শক্তির দ্বারাই নিজেকে স্ব-ইচ্ছায় ব্যক্ত করেন। তাঁর স্বপ্রকাশিত শক্তি তাঁকে লোকলোচনের গোচরীভূত করে থাকেন, সেই শক্তি হচ্ছেন যোগমায়া শক্তি। "নাহং প্রকাশঃ সর্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ"—গীতা, শ্রীকৃষ্ণ সবসময় বিদ্যমান কিন্তু সবাই তাঁকে দেখতে পারে না, তিনি তাঁর যোগমায়া শক্তির দ্বারা নিজেকে আবৃত করে রাখেন। আবার "সম্ভবামি আত্মমায়য়া" অর্থাৎ সেই যোগমায়ার আবরণ দূরীভূত করে তিনি দর্শন দেন।

এই যোগমায়া হচ্ছে একই বৃত্তি— যা তাঁর স্বীয় স্বরূপকে আবৃত ও প্রকাশিত করে থাকে।

শ্রীমদ্ভাগবতে (৩/২/১২) বলা হয়েছে, *যৎ মর্ত্যলীলৌপয়িকং স্বযোগ মায়াবলং দর্শয়তা গৃহীতম্* অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ তাঁর যোগমায়ার শক্তি দর্শন করানোর জন্য মর্ত্যলীলার উপযোগী রূপটি প্রকটিত করেছেন। ভগবানের আবির্ভাবের সময়ে যোগমায়া শক্তি তাঁর বিগ্রহকে গঠন করেন না, বরঞ্চ তাঁর নিত্য শুদ্ধসত্ত্বাত্মক স্বরূপকে জগৎ-বাসীর নিকট প্রকাশিত করেন।

যোগমায়া চিৎ-শক্তি, বিশুদ্ধ সত্ত্ব-পরিণতি,
তার শক্তি লোকে দেখাইতে।
এই রূপ-রতন, ভক্তগণের গূঢ়ধন,
প্রকট কৈলা নিত্যলীলা হৈতে।।

(চৈতন্যচরিতামৃত)

ভগবানের আবির্ভাব যে দিব্য, ত্রিগুণাতীত, সাধারণ মানুষের মতো নয়; ভগবদ্‌গীতার চতুর্থ অধ্যায়ের ষষ্ঠ ও নবম শ্লোকের অনুবাদে এবং শ্রীল প্রভুপাদের তাৎপর্যের মাধ্যমে এই বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া।। ৬।।

যদিও আমি জন্মরহিত এবং আমার চিন্ময় দেহ অব্যয়, এবং যদিও আমি সর্বভূতের ঈশ্বর, তবুও আমার অন্তরঙ্গা শক্তিকে আশ্রয় করে আমি স্বীয় মায়ার দ্বারা আমার আদি চিন্ময় রূপে যুগে যুগে অবতীর্ণ হই।

ভগবান এখানে তাঁর আবির্ভাবের বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে বর্ণনা করেছেন, যদিও তিনি সাধারণ মানুষের মতো আবির্ভূত হন, তবুও তাঁর বহু বহু পূর্ব 'জন্মের' সমস্ত ঘটনাই তাঁর মনে থাকে। কিন্তু সাধারণ মানুষ কয়েক ঘন্টা পূর্বে কি ঘটেছিল, তা মনে রাখতে পারে না। যদি কাউকে একদিন আগে কোন বিশেষ সময়ে সে

কি করেছিল, তা জিজ্ঞেস করা হয়, তবে সাধারণ লোকের পক্ষে সঙ্গে সঙ্গে তার উত্তর দেওয়া কঠিন হয়ে পড়ে। তাকে অনেক হিসাব-নিকাশ করে, স্মৃতি রোমন্থন করে, তবে মনে করতে হয় গত দিন কোন্ সময়ে সে কি করেছিল, অথচ তারাই আবার ভগবান হবার দুরাশা পোষণ করে। এই ধরনের অর্থহীন দাবি শুনে কারুরই বিভ্রান্ত হওয়া ঠিক নয়। ভগবান এখানে তাঁর প্রকৃতি বা রূপের কথা ব্যাখ্যা করেছেন। স্বভাব বলতে প্রকৃতি এবং স্বরূপ দুই-ই বোঝায়। ভগবান বলছেন, তিনি তাঁর চিন্ময় স্বরূপে আবির্ভূত হন। জীবসত্তার মতো তিনি এক দেহ থেকে আরেক দেহে দেহান্তরিত হন না। জীবাত্মা এই জন্মে এক রকম দেহ ধারণ করতে পারে, কিন্তু পরবর্তী জন্মে সে ভিন্ন দেহ ধারণ করে। জড় জগতে জীবের দেহের কোনো নিত্যতা নেই, প্রকৃতপক্ষে সে প্রতিনিয়তই তার দেহ পরিবর্তন করছে। কিন্তু ভগবান যখন জড় জগতে আবির্ভূত হন, তখন তিনি তাঁর দ্বিভুজ, মুরলীধারী শ্বাশত রূপ নিয়েই আবির্ভূত হন। জড় জগতের কোন কলুষই তাঁর রূপকে স্পর্শ করতে পারে না। কিন্তু তিনি যদিও তাঁর অপ্রাকৃত রূপ নিয়ে এই জড় জগতে আবির্ভূত হন এবং সর্ব অবস্থাতেই তিনি সমস্ত জগতের অধীশ্বর থাকেন, তবুও তাঁর লীলা আর পাঁচজন মানুষের জন্ম মতো বলেই মনে হয়। ভগবান যদিও শৈশব থেকে পৌগণ্ডে, পৌগণ্ড থেকে কিশোর এবং কৈশোর থেকে যৌবনে উত্তীর্ণ হন, তবুও আশ্চর্যজনকভাবে যৌবনের ঊর্ধ্বে তাঁর দেহের আর কোন রূপান্তর হয় না।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময় তাঁর অনেক পৌত্র ছিল, অর্থাৎ জাগতিক হিসাবে তাঁর তখন অনেক বয়স হয়েছিল, কিন্তু তাঁকে দেখে মনে হত যেন তিনি কুড়ি-পঁচিশ বছরের যুবক। যদিও শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যতের সর্বকালীন আদিপুরুষ—সর্বপ্রাচীন পুরুষ, কিন্তু তাঁকে আমরা কোন অবস্থাতেই বৃদ্ধরূপে দেখি না, কোনো ছবিতেও শ্রীকৃষ্ণকে বার্ধক্যগ্রস্ত অবস্থায় দেখা যায় না। কখনও তাঁর দেহের অথবা বুদ্ধির কোন রকম বিকার হয় না। তাই আমরা সহজেই বুঝতে পারি, এই জড় জগতে এসে সাধারণ মানুষের মতো লীলাখেলা করলেও তিনি চিরকালই অজ, নিত্য, শাশ্বত, পুরাতন, আদি পুরুষ, সচ্চিদানন্দময়। তাঁর

আবির্ভাব এবং অন্তর্ধান সূর্যের মতো। আমাদের দৃষ্টিপথে উদিত হলে যেমন আমরা মনে করি সূর্যের উদয় হল। আকাশে সূর্যকে দেখে যেমন আমরা মনে করি, সূর্য এখন আকাশে রয়েছে, তারপর আমাদের দৃষ্টির আড়ালে চলে গেলে যেমন আমরা মনে করি সূর্য এখন অস্ত গেল, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সূর্য তার নির্দিষ্ট কক্ষপথে রয়েছে; আমাদের ত্রুটিপূর্ণ ইন্দ্রিয়ের প্রভাবে আমরা মনে করি যে, সূর্য উদিত হয় এবং অস্ত যায়। ভগবানও তেমন নিত্য। তাঁর আবির্ভাব এবং অন্তর্ধান সাধারণ মানুষের জন্ম-মৃত্যুর মতো নয়; তা সম্পূর্ণ ভিন্ন। এর থেকে আমরা স্পষ্টই বুঝতে পারি, তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তির প্রভাবে ভগবান সৎ, চিৎ, আনন্দময় এবং জড়া প্রকৃতির দ্বারা তিনি কখনই প্রভাবিত হন না।

বেদে উল্লেখ আছে, ভগবান অজ, কিন্তু তবুও মনে হয় তাঁর বহুধা প্রকাশরূপে তিনি যেন সাধারণ মানুষের মতো জন্ম নিলেন। সমস্ত বৈদিক অনুশাস্ত্রাদিতে অনুমোদন করা হয়েছে যে, ভগবান যখন অবতরণ করেন, তখন জীবের মতো জন্মগ্রহণ করেন বলে মনে হলেও তিনি তাঁর অপ্রাকৃত ও অপরিবর্তনীয় দেহ নিয়েই অবতরণ করেন। *শ্রীমদ্ভাগবতে* আছে, কংসের কারাগারে তিনি চতুর্ভুজ এবং ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ নারায়ণ রূপ নিয়ে তাঁর মায়ের সামনে আবির্ভূত হন। জীবসত্তার প্রতি, তাঁর অহৈতুকী কৃপার ফলেই তিনি তাঁর শাশ্বত আদি রূপ নিয়ে আবির্ভূত হন, যার ফলে তারা পরম পুরুষোত্তম ভগবানের প্রতি মনোনিবেশ করতে পারে--নির্বিশেষ রূপের প্রতি নয়, যা নির্বিশেষবাদীরা ভ্রান্তিবশত মনে করে থাকে। 'মায়া' অথবা 'আত্মমায়া' হল ভগবানের সেই অহৈতুকী কৃপা—*বিশ্বকোষ* অভিধানে তাই বলা হয়েছে।

ভগবান তাঁর পূর্ববর্তী সমস্ত অবতরণের এবং অন্তর্ধানের ঘটনাবলী পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে মনে রাখেন। কিন্তু সাধারণ জীব অন্য একটি দেহ পাওয়া মাত্র তার পূর্ব জন্মের সমস্ত কথা ভুলে যায়। ভগবান সমস্ত জীবের ঈশ্বর, কারণ এই জগতে অবস্থান করার সময় তিনি বিস্ময়কর এবং অতিমানবীয় অসীম শৌর্যবীর্যের লীলা প্রদর্শন করেন। তাই ভগবান সব সময়ই পরম-তত্ত্ব। তাঁর নাম এবং

রূপের মধ্যে, গুণ এবং লীলার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। এখন আমাদের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে, ভগবান কেন এই জড় জগতে আবির্ভূত হন এবং আবির্ভূত হয়ে কেনই বা আবার অন্তর্হিত হয়ে যান। সেই কথা পরবর্তী শ্লোকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

জন্ম কর্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জুন।।৯।।

হে অর্জুন! যিনি আমার এই প্রকার দিব্য জন্ম এবং কর্ম যথাযথভাবে জানেন, তাঁকে আর দেহত্যাগ করার পর পুনরায় জন্মগ্রহণ করতে হয় না, তিনি আমার নিত্য ধাম লাভ করেন।

পরব্যোম থেকে ভগবানের অবতরণের কথা ষষ্ঠ শ্লোকে ইতিমধ্যেই ব্যাখ্যা করা হয়েছে। যিনি ভগবানের অবতরণের তত্ত্ব উপলব্ধি করতে পেরেছেন, তিনি জড় জগতের বন্ধন-মুক্ত হয়েছেন, এবং তাই দেহত্যাগ করার পরেই তিনি ভগবদ্ধামে ফিরে যান। জড় বন্ধন থেকে এইভাবে মুক্ত হওয়া মোটেই সহজসাধ্য নয়। নির্বিশেষবাদী জ্ঞানী এবং যোগীরা বহু জন্ম-জন্মান্তরের তপস্যার ফলে এই মুক্তি লাভ করে। কিন্তু তা সত্ত্বেও, ব্রহ্মজ্যোতিতে বিলীন হয়ে গিয়ে তারা যে মুক্তি লাভ করে, তা পূর্ণ মুক্তি নয়, তাদের পুনরায় এই জড় জগতে পতিত হবার সম্ভাবনা থাকে।

কিন্তু কৃষ্ণভক্ত, ভগবানের সচ্চিদানন্দময় দেহ এবং তাঁর লীলার অপ্রাকৃতত্ব অনুভব করতে পেরে দেহত্যাগ করার পরে ভগবানের ধামে গমন করেন এবং তখন আর তাঁর জড় জগতে অধঃপতিত হবার কোনো সম্ভাবনা থাকে না। ব্রহ্মসংহিতায় (৫/৩৩) বলা হয়েছে, ভগবানের রূপ অনন্ত, ভগবানের অবতার অনন্ত— 'অদ্বৈতমচ্যুতমনাদিমনন্তরূপম্'। ভগবানের রূপ অনন্ত হলেও ভগবান এক এবং অদ্বিতীয় পরম-ঈশ্বর। এই সত্যকে সুদৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে বুঝতে হবে। দুর্ভাগ্যবশত জড় জ্ঞানী এবং পণ্ডিতেরা এই পরম সত্যকে বিশ্বাস করতে পারে না। বেদে (*পুরুষবোধিনী* উপনিষদে) বলা হয়েছে —

একো দেবো নিত্যলীলানুরক্তো ভক্তব্যাপী হৃদ্যন্তরাত্মা।

"এক এবং অদ্বিতীয় ভগবান নানা দিব্যরূপে তাঁর শুদ্ধ ভক্তদের সঙ্গে লীলা করতে নিত্য অনুরক্ত।" বেদের এই উক্তিকে, ভগবান নিজেই গীতার এই শ্লোকে প্রমাণিত করেছেন। যিনি সুদৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে বেদের এই কথাকে ভগবানের এই কথাকে, সত্য বলে গ্রহণ করে দার্শনিক জল্পনা-কল্পনার মাধ্যমে কালক্ষয় করেন না, তিনি সর্বোচ্চ স্তরের মুক্তি লাভ করেন।

বেদের 'তত্ত্বমসি' কথাটির যথার্থ তাৎপর্য এই সন্দর্ভে আছে। যিনি বুঝতে পেরেছেন, শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরমেশ্বর, অথবা যিনি ভগবানকে বলতে পারেন, 'তুমিই পরব্রহ্ম, পরমেশ্বর স্বয়ং ভগবান'—তাঁর তৎক্ষণাৎ মুক্তি লাভ হয় এবং তিনি নিশ্চিতভাবে ভগবানের নিত্য ধামে ভগবানের চিন্ময় সাহচর্য লাভ করেন। অর্থাৎ, ভগবানের এই রকম একনিষ্ঠ ভক্তই যে পরমার্থ লাভ করেন, সে সম্বন্ধে বেদে (শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ ৩/৮) বলা হয়েছে—

তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।

"পরমেশ্বর ভগবানকে জানবার ফলেই জন্ম-মৃত্যুর বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া যায়। এ ছাড়া আর কোনই পথ নেই।" কারণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে যে জানে না, সে তমোগুণের দ্বারা আচ্ছাদিত, তাই তার পক্ষে জড় বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া অসম্ভব। মধুর বোতল চাটলেই যেমন মধুর স্বাদ লাভ করা যায় না, ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে না জেনে ভগবদ্গীতা পাঠ করলে এবং তার মনগড়া ব্যাখ্যা করলেও তেমন কোনো কাজ হয় না। এই সমস্ত দার্শনিকেরা জড় জগতে অনেক সম্মান, অনেক প্রতিপত্তি, অনেক অর্থ উপার্জন করতে পারে, কিন্তু তারা ভগবানের কৃপা লাভ করে মুক্তি লাভের যোগ্য নয়। ভগবদ্ভক্তের অহৈতুকী কৃপা লাভ না করা পর্যন্ত অহঙ্কারে মত্ত এই সমস্ত পণ্ডিতেরা জড় বন্ধন মুক্ত হতে পারে না। তাই মানুষ মাত্রেরই কর্তব্য হচ্ছে সুদৃঢ় বিশ্বাস এবং তত্ত্বজ্ঞান সহকারে কৃষ্ণভাবনামৃতের অনুশীলন করে পরমার্থ সাধন করা।

ভগবানের আবির্ভাব দুই প্রকারের :- **সদ্বারক ও অদ্বারক,** ভগবান যখন পিতামাতাকে আশ্রয় করে আবির্ভূত হন, তখন তাঁর সেই আবির্ভাবকে **সদ্বারক** আর্বিভাব বলা হয়। যেমন শ্রীবামনদেব, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাম ইত্যাদি।

যখন ভগবান কোন পিতামাতাকে নিমিত্ত বা আশ্রয় না করে আবির্ভূত হন, তখন তাঁর সেই আবির্ভাবকে বলা হয় **অদ্বারক** আবির্ভাব। যথা, মীন, কচ্ছপ, বরাহ, নৃসিংহদেব ইত্যাদি। দশ অবতারের নরসিংহ অবতার পর্যন্ত আমরা দেখতে পাচ্ছি ভগবান পিতামাতাকে আশ্রয় না করে আবির্ভূত হয়েছেন। নৃসিংহ অবতারে হিরণ্যকশিপুকে বধ করার পরে ভক্ত প্রহ্লাদকে কোলে বসিয়ে আদর করে নিজে যখন আনন্দ পাচ্ছিলেন তখন ভগবান চিন্তা করলেন, আমার কোলে বসে প্রহ্লাদ যে আনন্দ লাভ করছে সেটি কিরূপ? পিতার কোলে বসে বাৎসল্য রস আস্বাদন করার জন্য বাসনাবশত ভগবান পরবর্তী অবতারে বামনদেব রূপে পিতামাতাকে আশ্রয় করে পুত্ররূপে আবির্ভূত হয়ে বাৎসল্য রস আস্বাদন করলেন।

শ্রীকৃষ্ণ কখন ধরাধামে অবতীর্ণ হন?

যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্।।

"হে ভারত! যখনই ধর্মের অধঃপতন হয় এবং অধর্মের অভ্যুত্থান হয়, তখন আমি নিজেকে প্রকাশ করে অবতীর্ণ হই।"

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং প্রতি যুগে অবতীর্ণ হন না, তাঁর বিভিন্ন অবতারগণ (লীলাবতার, যুগাবতার .. ইত্যাদি) অবতীর্ণ হন। তিনি ব্রহ্মার একদিনে একবার মাত্র অবতীর্ণ হন। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চার যুগকে এক দিব্য যুগ বা চতুর্যুগ বলা হয়। একাত্তর চতুর্যুগে এক মন্বন্তর হয়। চৌদ্দ মন্বন্তরে ব্রহ্মার একদিন হয়।

১ মন্বন্তর = একাত্তর চতুর্যুগ

১৪ মন্বন্তর X ৭১ চতুর্যুগ = ৯৯৪ চতুর্যুগ বা প্রায় এক হাজার চতুর্যুগ।

কলি যুগের সময় সীমা ৪,৩২০০০ বছর।

দ্বাপর যুগের সময় সীমা ৮,৬৪০০০ বছর।

ত্রেতা যুগের সময় সীমা ১২,৯৬ ০০০ বছর।

সত্য যুগের সময় সীমা ১৭,২৮০০০ বছর।

এক চতুর্যুগের সময় সীমা = ৪৩,২০০০০ বছর।

৭১ চতুর্যুগ অর্থাৎ ৪৩,২০০০০ X ৭১ = ৩০৬,৭২০০০০ বছর = এক মন্বন্তর।

১৪ মন্বন্তর অর্থাৎ ৩০,৬৭২০০০০ X ১৪ = ৪২৯,৪০৮০০০০ বছর = ব্রহ্মার একদিন।

কোন কোন স্থানে ব্রহ্মার একদিন চারশ বত্রিশ কোটি বছর বলে বর্ণনা করা

হয়েছে। এই সময়ের মধ্যে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ একবার আসেন, কিন্তু ব্রহ্মার একদিনে এক হাজার দিব্য যুগ বা চার হাজার যুগে প্রায় চার হাজার যুগাবতার অবতীর্ণ হন। ব্রহ্মার একদিনে চৌদ্দ মন্বন্তর, প্রতি মন্বন্তরে একাত্তর চতুর্যুগ। তবে শ্রীকৃষ্ণ কোন্ মন্বন্তরে কোন্ চতুর্যুগের কোন্ যুগে অবতীর্ণ হন? তিনি বৈবস্বত নামক সপ্তম মন্বন্তরের অষ্টাবিংশতি চতুর্যুগের মধ্যে দ্বাপর যুগের শেষে অবতীর্ণ হন।

পূর্ণ ভগবান্ কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্রকুমার।
গোলোকে ব্রজের সহ নিত্য বিহার।।
ব্রহ্মার একদিনে তিঁহো একবার।
অবতীর্ণ হঞা করেন প্রকট বিহার।।
সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি, চারিযুগ জানি।
সেই চারিযুগে দিব্য এক যুগ মানি।।
একাত্তর চতুর্যুগে এক মন্বন্তর।
চৌদ্দ মন্বন্তর ব্রহ্মার দিবস ভিতর।।
'বৈবস্বত'-নাম এই সপ্তম মন্বন্তর।
সাতাইশ চতুর্যুগ গেলে তাহার অন্তর।।
অষ্টাবিংশ চতুর্যুগে দ্বাপরের শেষে।
ব্রজের সহিতে হয় কৃষ্ণের প্রকাশে।।

(চৈতন্য চরিতামৃত আদি ৩/৫-১০)

ভগবান এই জগতে একশত পঁচিশ বছর প্রকট লীলাবিলাস করেছিলেন।

পঞ্চবিংষতি বর্ষঞ্চ শতবর্ষাধিকংমুনে।
তিষ্ঠন জগাম্ গোলোকম্ পৃথিবীশ পুরাতনঃ।।

পুরাণ পুরুষ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ একশত পঁচিশ বছর এই ধরাধামে অবস্থান করে গোলোকে গমন করেছেন।

মাঘ মাসের পূর্ণিমাতে ইহধাম ত্যাগ করে অন্তর্ধান হয়েছেন। সেই দিনই

কলি প্রবেশ করেছে, সেই দিন ছিল শুক্রবার। শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বলেছেন, "মাঘশ্রী তেষু তেষু তদ্ অন্তর্ধানম্ কলি প্রবেশম্।" জ্যোতিষ্ক বিজ্ঞানীদের গণনা অনুসারে খ্রীষ্টপূর্ব ৩১০১ এ কলিযুগের আরম্ভ, বর্তমান ২০০৯ খ্রীষ্টাব্দ, তাহলে কলির বর্তমান বয়স (৩১০১ + ২০০৯) ৫১১০ বছর। শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ধানের দিন কলির আবির্ভাব। শ্রীকৃষ্ণ ১২৫ বছর প্রকট লীলা করেছেন। তাহলে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব (৫১১০ +১২৫) ৫২৩৫ বছর পূর্বে হয়েছিল। ২০০৯ মাঘী পূর্ণিমা থেকে ৫২৩৫ বছর পূর্বে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হয়।

শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব-মুহূর্ত

ব্রহ্মার একদিনে চৌদ্দ মনুর শাসনকাল, তার মধ্যে বৈবস্বত মনুর সাতাশ চতুর্যুগগতে আটাশ চতুর্যুগের দ্বাপর যুগ শেষ হবার প্রায় ১২৫ বছর পূর্বে সূর্যদেবের দক্ষিণায়নকালে, বর্ষা ঋতুর ভাদ্র মাসে, কৃষ্ণপক্ষ অষ্টমী তিথি, বুধবারের অর্ধরাত্রে অর্থাৎ বারো ঘটিকায় শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব দিবস। চন্দ্র বংশে ভগবানের আবির্ভাব হেতু, চন্দ্র তাঁর প্রেয়সী রোহিনী নক্ষত্রসহ পূর্ণরূপে উদিত হয়েছিলেন। রোহিনী নক্ষত্র ব্রহ্মার দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে পরিচালিত হন এবং জন্মরহিত ভগবানের আবির্ভাব কাল মতো শুভ সময়ে আকাশে দৃশ্যমান হন। ভগবানের আবির্ভাবের সময়ে অভিজিৎ নক্ষত্র ও মাহেন্দ্রযোগাদি সর্ব সুলক্ষণ যোগ একত্রিত হয়েছিলেন। গুণরাজ খাঁন রচিত *শ্রীকৃষ্ণবিজয়* গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম-সময় সম্বন্ধে বর্ণনা করা হয়েছে যে, তখন সেই মুহূর্তের লগ্নে ভৃগুপুত্র বৃহস্পতি অবস্থান করলেন। বৃষ রাশিতে উচ্চে চন্দ্র, মকর রাশিতে ভূমিসুত, তুলা রাশিতে শনি, কন্যা রাশিতে বুধ এসে অবস্থান করলেন। এইভাবে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব জেনে সমস্ত শুভ গ্রহ ও নক্ষত্রগণ প্রকাশিত হয়ে মঙ্গলময় স্থানে অবস্থান করে নিজেকে ধন্য করলেন।

দুই প্রহর রাত্রি হইল চন্দ্রের উদয়।
লগ্নে আসি গুরু বইসে ভৃগুর তনয়।।
বৃষে উচ্চ চাঁদ মকরে ভূমি সুত।
তুলায় শনি, কন্যায় বুধ অতি অদ্ভুত।।
চন্দ্রের হোরায়ে দেখে ত্রিকুল সময়।
শুদ্ধি হেতু দৈত্য গুরু মিথুনে অর্ধকায়।।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের হেতু

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্বকারণকারণম্।।

পরম ব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত কারণের কারণ, সব কিছুর আদি মূল। তাঁর আবির্ভাবের হেতু মানে এই জড় জগতে তাঁর আবির্ভাবের কারণ। তিনি তাঁর সচ্চিদানন্দ বিগ্রহরূপে নিত্য বর্তমান, তাঁর সেই চিন্ময়রূপকে জড় চক্ষুর দ্বারা এই জগতের জীব দর্শন করতে পারে না। *অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত ইন্দ্রিয় গোচর।* তবুও সেই অপ্রাকৃত দিব্য শরীরধারী ভগবান লোকলোচনের গোচরীভূত হয়ে থাকেন। তাঁর জন্ম ও কর্মের কোন বাহ্যিক হেতু থাকতে পারে না। তাঁর আবির্ভাবের হেতু তিনি স্বয়ং।

নহ্যস্য জন্মনো হেতুঃ কর্মণো বা মহীপতে।
আত্মমায়াং বিনেশস্য পরস্য দ্রষ্টুরাত্মনঃ।।

শুকদেব গোস্বামী বলেছেন, হে রাজন্ পরীক্ষিত! অবশ্যই এই পরম পুরুষ ভগবানের জন্ম ও কর্মের কোন হেতু নাই। সেই পরম নিয়ন্ত্রণকারী পরঃ অর্থাৎ এই জগতের উর্ধ্বে। পরমাত্মা রূপে সমস্ত কর্মের তিনি দ্রষ্টা, তাঁর *আত্মমায়া* অর্থাৎ বদ্ধ জীবের প্রতি তাঁর পরম করুণাই তার হেতু, তা ছাড়া আর কিছু নয়।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভগবদ্গীতাতে তাঁর অবতরণের হেতু সম্বন্ধে বলেছেন—

যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্।।
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।।

ভগবানের এই উক্তি থেকে জানা যায় যে, তিনি দুষ্কৃতদের সংহার করে এই ভূভার লাঘব করবার জন্য এবং সাধুদেরকে রক্ষা করে ধর্ম সংস্থাপন করবার জন্য এই জগতে অবতীর্ণ হন।

শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধে শ্রীকৃষ্ণের জন্মের কারণ সম্বন্ধে আমরা জানি যে, ক্ষীর সমুদ্রের তীরে বসুন্ধরা সহ ব্রহ্মা, শিবাদি দেবগণ ভগবান বিষ্ণুকে অসুরদের দ্বারা পৃথিবী আক্রান্ত হওয়ার কথা জানালে পৃথিবীর ভার হরণ করার জন্য স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হবেন, সেই নির্দেশ শ্রীবিষ্ণুর নিকট প্রাপ্ত হয়েছিলেন। এইভাবে শাস্ত্রে প্রচারিত আছে যে, পৃথিবীর ভার হরণ করবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হয়েছিলেন। চৈঃ চঃ আঃ ৪/৭ তে বলা হয়েছে—

পূর্ব্বে যেন পৃথিবীর ভার হরিবারে।
কৃষ্ণ অবতীর্ণ হৈলা শাস্ত্রেতে প্রচারে।।

কিন্তু শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী এই ভূভার হরণকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অবতীর্ণের বহিরঙ্গা বা আনুষঙ্গিক কারণ বলে উল্লেখ করেছেন। ''আনুষঙ্গ-কর্ম্ম এই অসুর-মারণ।'' অসুর নিধন শ্রীকৃষ্ণের নিজস্ব কার্য নহে। এই কর্ম শ্রীকৃষ্ণের শরীরের মধ্যে অবস্থান করে বিষ্ণুই করে থাকেন, তিনি সৃষ্টি ও পালন কর্তা; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান।

এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্। তাই চৈঃ চৈঃ আঃ ৪/৮ এ বলছেন——

স্বয়ং ভগবানের কর্ম্ম নহে ভারহরণ।
স্থিতিকর্ত্তা বিষ্ণু করেন জগৎ-পালন।।

কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হয়ে লীলাবিলাস কালে তিনি বহু অসুর নিধন করেছেন। তাঁর এই কর্মটি তাঁর মধ্যে স্থিত হয়ে বিষ্ণু করেছেন। সেই জন্য এই কর্মটি তাঁর আনুষঙ্গিক কর্ম, মুখ্য কর্ম নয়; শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে স্থিত বিষ্ণুর কর্ম বলে আনুষঙ্গিক কর্ম।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী পাদ বলেছেন, 'সঙ্গে অনু অনুগতস্য স্থিতস্য ইতি যাবৎ বিষ্ণোঃ কর্ম ইতি আনুষঙ্গিক কর্ম'। এই কারণকে বহিরঙ্গ কারণ বলা হয়, শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী পাদ বলেছেন—

'অঙ্গাত্ স্বরূপাত্ নন্দ নন্দনরূপাত ইতি যাবৎ বহিঃ ভিন্নস্য
বিষ্ণো অবতারে কারণমিতি বহিরঙ্গম্'।

যা (অসুর বিনাশ) নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণের রূপ থেকে বহিঃ অর্থাৎ ভিন্ন, শ্রীবিষ্ণুর অবতীর্ণের কারণ-স্বরূপ তাকে বহিরঙ্গ কারণ বলা হয়।

কিন্তু কৃষ্ণের যেই হয় অবতার-কাল।
ভারহরণ কাল তাতে হইল মিশাল।।
পূর্ণ ভগবান্ অবতরে যেই কালে।
আর সব অবতার তাঁতে আসি' মিলে।।
নারায়ণ, চতুর্ব্যূহ মৎস্যাদ্যবতার।
যুগ-মন্বন্তরাবতার, যত আছে আর।।
সবে আসি' কৃষ্ণ-অঙ্গে হয় অবতীর্ণ।
ঐছে অবতরে কৃষ্ণ ভগবান্ পূর্ণ।।
অতএব বিষ্ণু তখন কৃষ্ণের শরীরে।
বিষ্ণুদ্বারে কৃষ্ণ করে অসুর-সংহারে।।

ভগবান যুগে যুগে অবতীর্ণ হয়ে অসুর সংহার করে পৃথিবীতে ধর্ম সংস্থাপন করেন। এই কাজ যুগাবতার আদির দ্বারা হয়। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং প্রতি যুগে অবতীর্ণ হন না, তিনি প্রতি কল্পে একবার অবতীর্ণ হন।

ব্রহ্মার একদিনে তিহোঁ একবার।
অবতীর্ণ হঞা করেন প্রকট বিহার।।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, ব্রহ্মার এক দিনে অর্থাৎ এক কল্পে একবার অবতীর্ণ হন। তাঁর এই অবতীর্ণের মূল কারণ বা মুখ্য কারণ কি? *যে লাগি অবতার, কহি সে*

মূল কারণ। দেবকীর গর্ভস্থিত ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে প্রার্থনা করে ব্রহ্মাদি দেবতাগণ বলেছেন—

ন তেঽভবস্য ঈশ ভবস্য কারণং
বিনা বিনোদং বত তর্কয়ামহে।

হে ভগবান! আপনি সকাম কর্মের ফলে এই জড় জগতে জন্মগ্রহণকারী এক সাধারণ জীব নন। তাই এই জড় জগতে আপনার আবির্ভাব বা জন্ম আপনার হ্লাদিনী শক্তির দ্বারা সম্পাদিত লীলাবিলাস ছাড়া আর কিছুই নয়।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী পাদ তাঁর টীকায় বলেছেন - "ব্রহ্মাদি দেবগণ তারপরে প্রার্থনায় বলছেন, আমরা সমস্ত দেবগণ ক্ষীর সমুদ্রতীরে গিয়ে অসুরদ্বারা উৎপীড়িত পৃথিবীর ভার লাঘব করার জন্য প্রার্থনা করছিলাম। কিন্তু আমরা যদি মনে করি আমাদের প্রার্থনা শুনে আপনি অবতীর্ণ হয়েছেন তবে তা আমাদের অভিমানের সূচক হবে। আসলে আপনি স্বেচ্ছায় লীলাবিলাস (বিনোদন) করতে এসেছেন।"

হস্তিনাপুর ত্যাগ করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন দ্বারকায় ফিরে যাবেন ঠিক সেই সময় কুন্তীদেবী শ্রীকৃষ্ণকে প্রার্থনা করে বলেছেন —

তথা পরমহংসানাং মুনীনামমলাত্মনাম্।
ভক্তিযোগবিধানার্থং কথং পশ্যেম হি স্ত্রিয়ঃ।।

পরমার্থের পথে উন্নত পরমহংসদের, মুনিদের (মহান দার্শনিক বা মনোধর্মীদের) এবং জড় ও চেতনার পার্থক্য নিরূপণ করার মাধ্যমে যাঁদের অন্তর নির্মল হয়েছে, তাঁদের অন্তরে অপ্রাকৃত ভক্তিযোগ-বিজ্ঞান বিকশিত করার জন্য তুমি স্বয়ং অবতরণ কর। তাহলে আমার মতো স্ত্রীলোকেরা কিভাবে তোমাকে সম্যক্‌রূপে জানতে পারবে?

এইভাবে কুন্তীদেবী এখানে ভগবানের অবতীর্ণের কারণ 'ভক্তিযোগ বিধানার্থম্' অপ্রাকৃত ভক্তিযোগ বিকশিত করার জন্য বলে বর্ণনা করছেন।

অনুগ্রহায় ভক্ত্যানাং মানুষং দেহমাশ্রিতঃ।
ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়া যাঃ শ্রুত্বা তত্পরোভবেদ্।।

ভক্তদের প্রতি অনুগ্রহ করে ভগবান এই ভূমণ্ডলে তাঁর লীলা বিস্তার করেছেন, যা মনুষ্য-দেহধারী প্রাণীমাত্রে শ্রবণ করে ভগবৎ-সেবাপরায়ণ হবেন। পদ্ম পুরাণে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

"মদ্‌ভক্ত্যানাং বিনোদার্থং করোমি বিবিধা ক্রিয়াঃ"

ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণকে স্তব করে বলেছেন——

প্রপঞ্চং নিষ্প্রপঞ্চোঽপি বিড়ম্বয়সি ভূতলে।
প্রপন্নজনতানন্দসন্দোহং প্রথিতুং প্রভো।।

"হে প্রভো! আপনি প্রপঞ্চাতীত ও সচ্চিদানন্দ হওয়া সত্ত্বেও শরণাগত জনের আনন্দ বর্ধন করার জন্য এই প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হয়ে প্রাপঞ্চিক ব্যবহার অনুকরণ করে লীলাবিলাস করেন।" এখানে ব্রহ্মাদেব ভগবানের অবতীর্ণের কারণ ভক্তগণকে আনন্দ প্রদান করা বলেছেন।

কংসের নির্দেশে শ্রীকৃষ্ণকে ব্রজ থেকে মথুরায় নিয়ে যাওয়ার জন্য যখন অক্রুর আসছিলেন তখন তিনি শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে চিন্তা করে ভাবছিলেনঃ-

সাম্প্রতঞ্চ জগৎস্বামী কার্য্যমাত্মহৃদিস্থিতম্।
কর্ত্তুং মনুষ্যতাং প্রাপ্তঃ স্বেচ্ছাদেহধৃগব্যয়ঃ।।

(বিষ্ণু পুরাণ ৫/১৭/১২)

তাঁর আত্মহৃদিস্থিত কার্য করবার জন্য অর্থাৎ তাঁর স্বরূপভূত বাসনা অনুযায়ী কার্য করার জন্য সম্প্রতি তিনি স্বেচ্ছায় নরলীলা প্রকট করেছেন। শ্রীমদ্ভাগবতে (১/৮/৩০) কুন্তীদেবী তাঁর প্রার্থনায় বলেছেন—

জন্ম কর্ম চ বিশ্বাত্মন্নজস্যাকর্তুরাত্মনঃ।
তির্যঙনৃষিষু যাদঃসু তদত্যন্তবিড়ম্বনম্।।

হে বিশ্বাত্মা! তুমি প্রাকৃত কর্মরহিত হওয়া সত্ত্বেও কর্ম কর। তুমি প্রাকৃত জন্মরহিত এবং সকলের পরমাত্মা হওয়া সত্ত্বেও জন্মগ্রহণ কর। তুমি পশু, মানুষ, ঋষি এবং জলচর কুলে অবতরণ কর। স্পষ্টতই এ সমস্ত অত্যন্ত বিমোহিতকর।

এই কথা বলে কুন্তীদেবী—(ভাঃ ১/৮/৩২ - ৩৫) চারটি শ্লোকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অবতীর্ণ হওয়ার বিভিন্ন কারণ প্রদর্শন করেছেন।

কেচিদাহুরজং জাতং পুণ্যশ্লোকস্য কীর্তয়ে।
যদোঃ প্রিয়স্যান্ববায়ে মলয়স্যেব চন্দনম্।।

কেউ কেউ বলেন পুণ্যবান রাজাদের মহিমান্বিত করার জন্য অজ জন্মগ্রহণ করেছে। এবং কেউ কেউ বলেন তোমার অন্যতম প্রিয়ভক্ত যদুর আনন্দ বিধানের জন্য তুমি জন্মরহিত হওয়া সত্ত্বেও যদু বংশে জন্মগ্রহণ করেছ। মলয় পর্বতের যশ বৃদ্ধির জন্য যেমন সেখানে চন্দন বৃক্ষের জন্ম হয়, তেমনই তুমি মহারাজ যদুর বংশে জন্মগ্রহণ করেছ।

অপরে বসুদেবস্য দেবক্যাং যাচিতোঽভ্যগাৎ।
অজস্ত্বমস্য ক্ষেমায় বধায় চ সুরদ্বিষাম্।।

অন্য কেউ কেউ বলেন যে, বসুদেব এবং দেবকী তোমার কাছে প্রার্থনা করায় তুমি তাঁদের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেছ। নিঃসন্দেহ তুমি প্রাকৃত জন্মরহিত, তথাপি তুমি তাঁদের মঙ্গল সাধনের জন্য এবং দেববিদ্বেষী অসুরদের সংহার করার জন্য জন্মগ্রহণ করেছ।

ভারাবতারণায়ান্যে ভুবো নাব ইবোদধৌ।
সীদন্ত্যা ভূরিভারেণ জাতো হ্যাত্মভুবার্থিতঃ।।

অন্যেরা বলেন যে সমুদ্রের মধ্যে নৌকার মতো পৃথিবী অতি ভারে ভারাক্রান্ত হয়ে দারুণভাবে পীড়িত হলে তোমার পুত্র ব্রহ্মা তোমার কাছে প্রার্থনা জানায়, আর তাই তুমি সেই ভার হরণ করার জন্য অবতীর্ণ হয়েছ।

ভবেঽস্মিন্ ক্লিশ্যমানানামবিদ্যাকামকর্মভিঃ।
শ্রবণস্মরণার্হাণি করিষ্যন্নিতি কেচন।।

আবার অন্য আরও অনেকে বলেন যে অবিদ্যাজনিত কাম ও কর্মের বন্ধনে আবদ্ধ জড়জাগতিক দুঃখ-দুর্দশাগ্রস্ত বদ্ধ জীবেরা যাতে ভক্তিযোগের সুযোগ নিয়ে জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে, সেই উদ্দেশ্যেই শ্রবণ, স্মরণ, অর্চনাদি ভক্তিযোগের পন্থাসমূহ পুনঃ প্রবর্তনের জন্য তুমি অবতরণ করেছিলে।

পরিশেষে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ইহলোকে অবতীর্ণের মূল কারণ শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বর্ণনা করেছেন।

"যে লাগি' অবতার, কহি সেই মূল কারণ।।"

তাঁর অবতীর্ণের দুইটি মূল কারণ হচ্ছে —

প্রেমরস-নির্যাস করিতে আস্বাদন।
রাগমার্গ-ভক্তি লোকে করিতে প্রচারণ।।

ভগবানের এই দুই বাসনা পূরণের জন্য তিনি ভূলোকে অবতীর্ণ হয়েছেন। এই দুই বাসনার উৎপত্তির কারণ সম্বন্ধে তিনি বলছেন —

রসিক-শেখর কৃষ্ণ পরমকরুণ।
এই দুই হেতু হৈতে ইচ্ছার উদ্গম।।

যেহেতু ভগবান রসিক-শেখর, তাই ভক্তের প্রেমরস-নির্যাস আস্বাদন করবার বাসনা এবং তিনি পরম করুণ, কারণ রাগমার্গ ভক্তি জগতবাসীদের নিকট প্রচার করার বাসনা।

ইহলোকে অবতীর্ণের পূর্বে অপ্রকট গোলোক ধামে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ চিন্তা করছেন—

ঐশ্বর্য-জ্ঞানেতে সব জগৎ মিশ্রিত।
ঐশ্বর্য্য-শিথিল-প্রেমে নাহি মোর প্রীত।।

আমারে ঈশ্বর মানে, আপনাকে হীন।
তার প্রেমে বশ আমি না হই অধীন।।
আমাকে ত' যে যে ভক্ত ভজে যেইভাবে।
তারে সে সে ভাবে ভজি,—এ মোর স্বভাবে।।
মোর পুত্র, মোর সখা, মোর প্রাণপতি।
এইভাবে যেই মোরে করে শুদ্ধভক্তি।।
আপনাকে বড় মানে, আমারে সম-হীন।
সেইভাবে হই আমি তাহার অধীন।।
মাতা মোরে পুত্রভাবে করেন বন্ধন।
অতিহীন-জ্ঞানে করে লালন পালন।।
সখা শুদ্ধ সখ্যে করে স্কন্ধে আরোহণ।
তুমি কোন্ বড় লোক, —তুমি আমি সম।।
প্রিয়া যদি মান করি' করয়ে ভর্ৎসন।
বেদ স্তুতি হৈতে হরে সেই মোর মন।।
এই শুদ্ধাভক্তি লঞা করিমু অবতার।
করিব বিবিধবিধ অদ্ভুত বিহার।।
বৈকুণ্ঠাদ্যে নাহি যে যে লীলার প্রচার।
সে সে লীলা করিব, যাতে মোর চমৎকার।।
মো-বিষয়ে গোপীগণের উপপতি-ভাবে।
যোগমায়া করিবেক আপন প্রভাবে।।
আমিহ না জানি তাহা, না জানে গোপীগণ।
দুঁহার রূপগুণে দুঁহার নিত্য হরে মন।।

ধর্ম্ম ছাড়ি' রাগে দুঁহে করয়ে মিলন।
কভু মিলে, কভু না মিলে,— দৈবের ঘটন।।
এই সব রসনির্যাস করিব আস্বাদ।
এই দ্বারে করিব সব ভক্তেরে প্রসাদ।।
ব্রজের নির্ম্মল রাগ শুনি ভক্তগণ।
রাগমার্গে ভজে যেন ছাড়ি' ধর্ম্ম-কর্ম্ম।।

শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব ধাম

"স্বপার্ষদ স্বীয় ধাম সহ অবতরি"

ভগবান যখন মর্তমণ্ডলে অবতীর্ণ হয়ে লীলা করেন তখন তিনি তাঁর ধাম ও পরিকরসহ সেই চিন্ময় জগৎ থেকে অবতীর্ণ হন। ভগবানের ধাম এবং লীলাস্থানাদি সবই চিন্ময়। বৈকুণ্ঠ বা গোলোক বা ভগবদ্ধাম অভিন্ন। এই সমস্ত ধাম ভগবানের স্বরূপ শক্তি থেকে প্রকাশিত। অনন্ত ভগবৎ-স্বরূপের স্ব-স্ব-ধাম ও পরিকর আছেন। যেরূপ শ্রীরামচন্দ্রের ধাম অযোধ্যা, বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণের ধাম মথুরা ও দ্বারকা, নারায়ণের ধাম বৈকুণ্ঠ ও নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণের ধাম গোকুল। চিন্ময় জগতের গোলোক ধাম এই জগতে গোকুল নামক ধামকে প্রকাশ করে থাকে।

একসময় এই সমগ্র পৃথিবীর রাজা ছিলেন ব্রহ্মার পৌত্র অর্থাৎ স্বায়ম্ভুব মনুর জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রিয়ব্রত। তিনি এক চক্রবিশিষ্ট রথে আরোহণ করে এই পৃথিবীকে সপ্তবার প্রদক্ষিণ করেন। তাঁর রথ চক্রের চিহ্নে সাতটি সমুদ্র সৃষ্টি হয়, যথা— লবন, ইক্ষুরস, সুরা, ঘৃত, দধি, ক্ষীর ও জলের সমুদ্র এবং সাতটি দ্বীপ সৃষ্টি হয় যথা— জম্বু, প্লক্ষ, শাল্মলি, কুশ, ক্রৌঞ্চ, শাক ও পুষ্কর । এই সপ্ত দ্বীপ মধ্যে সবথেকে ছোট দ্বীপ জম্বু দ্বীপ। মহারাজ প্রিয়ব্রত তাঁর পুত্রদের মধ্যে প্রধান আগ্নীধ্রকে এই দ্বীপের রাজা করেন। রাজা আগ্নীধ্র এই জম্বু দ্বীপকে নবখণ্ডে বিভক্ত করেন, তার মধ্যে অন্যতম ভারতখণ্ড। এই ভূমি পূর্বে অজনাভবর্ষ নামে খ্যাত ছিল। পরবর্তী সময়ে আগ্নীধ্রর প্রপৌত্র ভরত মহারাজের নামানুসারে এই ভূখণ্ড ভারতখণ্ড বা ভারতবর্ষ রূপে পরিচিত হয়। (আগ্নীধ্রর পুত্র নাভি, নাভির পুত্র ঋষভদেব, ঋষভদেবের পুত্র ভরত মহারাজ)। এই ভারতবর্ষকে "ব্রহ্মাবর্ত্ত" বলা হয়। অর্থাৎ ভগবান এই পৃথিবীতে জম্বুদ্বীপে ভারতবর্ষের উত্তর প্রদেশে মথুরা নগরে কংসের কারাগারে চতুর্ভুজ নারায়ণ বা বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ রূপে এবং মথুরার নিকটবর্তী ৮৪ ক্রোশ ব্রজমণ্ডলের অন্তর্গত গোকুলের নন্দালয়ে পূর্ণতম, স্বয়ং দ্বিভুজধারী নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ রূপে একই সময়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণের বংশ-পরম্পরা

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ একই সময়ে যশোদা ও দেবকীর গর্ভ থেকে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাই আমরা এখানে উভয়ের কথা অর্থাৎ নন্দ মহারাজ ও বসুদেবের কথা আলোচনা করব। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, চন্দ্র বংশে আবির্ভূত হয়েছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ যে বংশে আবির্ভূত হয়েছিলেন, সেই বংশ বৃষ্ণি বা যদু বংশ নামে খ্যাত। সেই বংশে সর্বগুণশালী দেবমীঢ় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মথুরা দেশে বাস করতেন, তিনি ক্ষত্রিয় ছিলেন। তাঁর এক পত্নী ক্ষত্রিয় ছিলেন আর একটি পত্নী বৈশ্য ছিলেন। এঁরা যথাক্রমে শূরসেন ও পর্জন্য নামে দুইপুত্র জন্ম দিলেন। শূরসেন বসুদেব আদি পুত্রগণকে উৎপন্ন করেন। পর্জন্য মহারাজ "মাতৃবৎ বর্ণ শঙ্কর" এই ন্যায়ে বৈশ্য জাতিত্ব গ্রহণ করে গোপালন কর্মে নিযুক্ত হন। তিনি বহু গোগণের অধিপতি হয়ে মহাবনে বাস করতেন। পর্জন্য মহারাজ শিশু অবস্থা থেকে অত্যন্ত ধার্মিক ভাবাপন্ন ছিলেন। তিনি সর্বদা ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবদেরকে পূজা ও দক্ষিণা দিতেন। পর্জন্য মহারাজার পত্নীর নাম বরীয়সী। তাঁর পঞ্চ পুত্র —— উপনন্দ, অভিনন্দ, নন্দ, সনন্দ ও নন্দন। বৃদ্ধ অবস্থায় তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র উপনন্দকে রাজতিলক প্রদান করে রাজ্যাভিসিক্ত করেন। রাজতিলক প্রাপ্ত হয়ে উপনন্দ তৎক্ষণাৎ পর্জন্য মহারাজার তৃতীয় পুত্র নন্দকে সস্নেহে আহ্বান করে তাঁর যোগ্যতা লক্ষ্য করে তাঁকে রাজতিলক প্রদান করেন এবং নন্দ মহারাজ তখন 'গোকুলরাজ' রূপে খ্যাত হন। পর্জন্য মহারাজ এইভাবে পুত্রদের হস্তে রাজ্য অর্পন করে বৃন্দাবনে শ্রীহরির ভজন করতে প্রবেশ করেন। শ্রীকৃষ্ণ নন্দ মহারাজার পুত্ররূপে আবির্ভূত হন।

যদু বংশ ঃ— মহারাজ যযাতির প্রথম পুত্র যদু, যদুর চার পুত্র সহস্রজিৎ, ক্রোষ্টা, নল এবং রিপু।
সহস্রজিতের পুত্র শতজিৎ।

শতজিতের পুত্র হৈহয়।

হৈহয়ের পুত্র— ধর্ম।

ধর্মের পুত্র— নেত্র।

নেত্রের পুত্র -- কার্ত্ত বা (কুন্তি)।

(কুন্তি) বা কার্ত্তর পুত্র— সোহঞ্জি।

সোহঞ্জির পুত্র -- মহিষ্মান্ এবং ভদ্রসেনক।

ভদ্রসেনের পুত্র -- দর্মদ এবং ধনক।

ধনকের পুত্র -- কৃতবীর্য।

কৃতবীর্যের পুত্র -- কার্ত্তবীর্য অর্জুন (সহস্রবাহু অর্জুন), কার্ত্তবীর্যের এক হাজার পুত্রের মধ্যে এক পুত্র জয়ধ্বজ, জয়ধ্বজের পুত্র তালজঙঘ
তালজঙেঘর পুত্র— বিতিহোত্র, বিতিহোত্রের পুত্র—মধু, মধুর পুত্র— বৃষণ (বৃষ্ণি)। এই জন্য যদুকুল বৃষ্ণি বংশ বা যাদব নামে খ্যাত।

যদুর দ্বিতীয় পুত্র ক্রোষ্টার বৃজিনবান্ নামক এক পুত্র ছিল, বৃজিনবানের পুত্র স্বাহিত, স্বাহিতের পুত্র বিষদ্গু, বিষদ্গুর পুত্র চিত্ররথ, চিত্ররথের পুত্র বিদূরথ, বিদূরথের পুত্র শূর এবং শূরের পুত্র ভজমান। ভজমানের পুত্র শিনি, শিনির পুত্র ভোজ, ভোজের পুত্র হৃদিক। হৃদিকের পুত্র দেবমীঢ়, দেবমীঢ়ের পুত্র শূরসেন, রাজা শূরসেন তাঁর পত্নী মারিষার গর্ভে বসুদেব, দেবভাগ আদি দশটি নিষ্পাপ পুত্র উৎপাদন করেন। বসুদেবের জন্মের সময় দেবতারা আনক এবং দুন্দুভি বাজিয়েছিলেন, তাই শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের উপযুক্ত স্থান বসুদেব আনকদুন্দুভি নামেও অভিহিত হন।

বসুদেব ও দেবকীর আটটি পুত্র ও একটি কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। অষ্টপুত্র-- কীর্তিমান, সুষেণ, ভদ্রসেন, ঋজু, সম্মর্দন, ভদ্র, সঙ্কর্ষণ ও ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং সুভদ্রা নাম্নী কন্যা।

পরম ব্রহ্ম ভগবানের পিতা-মাতা

ভগবান হচ্ছেন সমস্ত কিছুর আদি, সৃষ্টিকারী, তিনি অজ; তা সত্ত্বেও তাঁর পিতামাতা আছে। এই তত্ত্বটি অত্যন্ত জটিল এবং রহস্যময়। তাহলেও পূর্ব আচার্যগণ শ্রুতি ও পুরাণাদির প্রমাণ দ্বারা এই তত্ত্বের প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা করেছেন।

যেকোন জীব ভগবানের পিতামাতা হতে পারেন না। ভগবানের নিত্যসিদ্ধ পরিকর যাঁরা, তাঁরাই ভগবানের পিতামাতা হতে পারেন। এঁরা জীব তত্ত্ব নন। পরমব্রহ্ম অনাদি কাল থেকে তাঁর নিজের সেবার জন্য (আনন্দ লাভ করার জন্য, লীলাবিলাস করার জন্য) পরিকররূপে আত্মপ্রকাশ করেছেন। এই পরিকরগণ ভগবানের স্বরূপভূত চিৎ-শক্তিরই প্রকাশ বিশেষ। এঁরা অনাদিকাল থেকে ভগবৎ-পরিকররূপে ভগবদ্ধামে অবস্থান করছেন। তাই এঁদেরকে *অনাদিসিদ্ধ* বা নিত্যসিদ্ধ বলা হয়। এঁরা জীবতত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত নন।

সাধনসিদ্ধ পরিকর হচ্ছেন জীবতত্ত্ব, তাঁরা সাধনা করে সিদ্ধি স্বরূপ ভগবানের পার্ষদ হতে পেরেছেন। যেমন, নারদ মুনি।

নিত্যমুক্ত জীব সব সময়ে ভগবদ্ধামে অবস্থান করেন। মায়িক জগতে তাঁরা পতিত হন না। যেকোন জীব এমন কি এই নিত্যমুক্ত জীবগণের মধ্যেও স্বরূপ শক্তি নেই। পরম ব্রহ্মের স্বাভাবিক ও স্বরূপগত শক্তিরই সেই শক্তিমান পরম ব্রহ্মের সেবার অধিকার আছে। তবে এই নিত্যমুক্ত জীবগণ স্বরূপ শক্তির কৃপা প্রাপ্ত হয়ে অনাদিকাল থেকে ভগবদ্ধামে ভগবানের সেবায় নিযুক্ত আছেন। ভগবানের স্বরূপ শক্তির বৃত্তিবিশেষ—তাঁর ধাম ও বসন-ভূষণ ইত্যাদি তাঁর সেবা করেন।

বসুদেব, দেবকী এবং নন্দ-যশোদাদি ভগবানের পিতামাতাগণ পরম ব্রহ্মের স্বরূপ শক্তির বা বিশুদ্ধ সত্ত্বের বৃত্তিবিশেষ, যা ভগবানকে ধারণ করে রাখে। পিতামাতা রূপে ভগবানের আধার বলে, আধার শক্তি নামে আখ্যাত সেই শক্তির মূর্ত্ত বিগ্রহ। যেমন শ্রীমতী রাধারাণী আহ্লাদিনী শক্তির মূর্ত্ত বিগ্রহ স্বরূপ।

সন্ধিনীর সার অংশ—'শুদ্ধসত্ত্ব' নাম।
ভগবানের সত্তা হয় যাহাতে বিশ্রাম।।
মাতা, পিতা, স্থান, গৃহ, শয্যাসন আর।
এ সব কৃষ্ণের শুদ্ধসত্ত্বের বিকার।।

(চৈঃ চঃ ১/৪/৬৪-৬৫)

ভগবানের পিতা, মাতা, ধাম, গৃহ-শয্যাদি, আধার শক্তিরূপ শুদ্ধ সত্ত্বের বৃত্তি। বসুদেব ও দেবকী যে এই বিশুদ্ধ সত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত তা শ্রীমদ্ভাগবতের ৪/৩/২৩ শ্লোক থেকে বোঝা যায়।

সত্ত্বং বিশুদ্ধং বসুদেবশব্দিতং
যদীয়তে তত্র পুমানপাবৃতঃ।
সত্ত্বে চ তস্মিন্ ভগবান্ বাসুদেবো
হ্যধোক্ষজো মে মনসা বিধীয়তে।।

আমি সর্বদা শুদ্ধ কৃষ্ণভাবনায় ভগবান বাসুদেবকে আমার প্রণতি নিবেদন করি। কৃষ্ণ চেতনাই হচ্ছে শুদ্ধ চেতনা, যাতে বাসুদেব নামে অভিহিত ভগবান আবরণশূন্য হয়ে প্রকাশিত হন।

এখান থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, বিশুদ্ধ সত্ত্বকে বসুদেব বলা হয়। ভগবান স্বরূপশক্তির বৃত্তিবিশেষ বিশুদ্ধ সত্ত্বে আত্মপ্রকাশ করেন।
(ভাঃ ৯/২৪/৩০) **বসুদেবং হরেঃ স্থানং বদন্ত্যানকদুন্দুভিম্।**

বসুদেব নামক হরিস্থানকে মুনিগণ আনকদুন্দুভি বলেন। তাই বসুদেবের আর

একটি নাম আনকদুন্দুভি। সেই প্রকার দেবকী সম্বন্ধে ভাঃ ১০/৩/৮

দেবক্যাং দেবরূপিন্যাং বিষ্ণুঃ সর্বগুহাশয়ঃ।
আবিরাসীদ্ যথা প্রাচ্যাং দিশীন্দুরিব পুষ্কলঃ।।

ঠিক পূর্বদিকে পূর্ণ চন্দ্রমার উদয়ের মতো দেবরূপিনী দেবকীর মধ্যে সর্ব জীব-হৃদয়ে স্থিত বিষ্ণু বা কৃষ্ণ আবির্ভূত হয়েছিলেন। এখানে দেবরূপিনী দেবকী মানে শুদ্ধসত্ত্বরূপিনী, কোথাও কোথাও দেবরূপিনীর পরিবর্তে বিষ্ণুরূপিনী লেখা আছে। তার মানে দেবকী হচ্ছে বিষ্ণু বা শ্রীকৃষ্ণের শ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত, তিনি সাধারণ জীব নন। ইনি হচ্ছেন পরম ব্রহ্মের শুদ্ধসত্ত্বের বৃত্তিবিশেষ বা মূর্ত্তবিগ্রহ। এই *দেব* কথাটি উভয় দেবকী ও বসুদেবেতে আছে। বসুদেব মানে যেখানে পরম দেবতা বাস করেন, বসুদেব মানে শুদ্ধসত্ত্ব। দেবরূপিনী মানে বসুদেবরূপিনী, স্বরূপিনী বা শুদ্ধ সত্ত্বের বৃত্তি-স্বরূপা বা তার মূর্ত্তবিগ্রহ হচ্ছেন দেবকী।

বিষ্ণুপুরাণে বর্ণিত আছে দেবগণ দেবকীকে স্তুতি করে বলেছেন— "প্রকৃতি স্ত্বয়া পরা সূক্ষ্ম্যা" - তার মানে দেবকী দেবী হচ্ছেন পরা প্রকৃতি বা পরাশক্তি, চিৎশক্তি বা স্বরূপ শক্তি।

কৃষ্ণ উপনিষদে বলা হয়েছে যে, "দেবকী ব্রহ্মপুত্রানাং ..." ব্রহ্ম যাঁর পুত্র *ব্রহ্মপুত্রা*। অর্থাৎ পরম ব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ যাঁর পুত্র তিনি ব্রহ্মপুত্রা, তিনি হচ্ছেন দেবকী। দেবকীর সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধ বাৎসল্য ভাব বা পুত্র ভাবটি অনাদিসিদ্ধ। এই ব্রহ্মাণ্ডে শ্রীকৃষ্ণ যখন আবির্ভূত হন তখন তিনি তাঁর স্বরূপ শক্তির একটি রূপ আধার-শক্তির বৃত্তি স্বরূপ নিত্য মাতা দেবকীকে এই ধরাধামে পাঠিয়ে তাঁর মাধ্যমে নিজেকে আত্মপ্রকাশ করেন। এইভাবে বোঝা গেল যে, দেবকী ও বসুদেব শ্রীকৃষ্ণকে জন্মদান করে তাঁর পিতামাতা হননি। তাঁরা অনাদিকাল থেকে পরম ব্রহ্মরূপী শ্রীকৃষ্ণের সন্ধিনী শক্তির সার অংশ স্বরূপ বাৎসল্য রসে আবদ্ধ তাঁদের এই পিতৃত্ব-মাতৃত্ব ভাবটি অভিমান মাত্র। শ্রীকৃষ্ণ অজ, নিত্য ও অনাদি তাঁর কেউ পিতামাতা হতে পারে না। কিন্তু অনাদিকাল থেকে দেবকী ও বসুদে

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি পুত্রভাব এবং শ্রীকৃষ্ণের দেবকী ও বসুদেবের প্রতি পিতামাতা-ভাবও তাঁদের অভিমান মাত্র। যেভাবে লক্ষ্মীনারায়ণ অনাদি কাল থেকে স্বামী ও স্ত্রী হয়ে অনাদিসিদ্ধ। তাঁরা বিবাহ করে স্বামী-স্ত্রী হননি। ঠিক সেইরূপ দেবকী ও বসুদেব শ্রীকৃষ্ণকে জন্ম দিয়ে তাঁর পিতামাতা হননি। তাঁরা অনাদিকাল থেকে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি পুত্র অভিমান বা শ্রীকৃষ্ণ আমার পুত্র এই প্রকার ভাব বা প্রতীতি নিয়ে আছেন।

দেবকী-বসুদেব ও নন্দ-যশোদার পূর্ব জন্ম-বৃত্তান্ত

নন্দ তাঁর পূর্ব জন্মে দ্রোণ নামে বসুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বসু ছিলেন। তাঁর পত্নীর নাম ছিল ধরা। একদিন তাঁরা উভয়ে ভারতভূমির গন্ধমাদন পর্বতে ব্রহ্মারপুত্র গৌতমের আশ্রমের নিকট সুপ্রভা নদীর তীরে শ্রীকৃষ্ণ-দর্শন লালসায় দশ হাজার বছর কঠোর তপস্যা করলেন। তা সত্ত্বেও তাঁরা শ্রীহরির দর্শন লাভ করতে না পেরে এক অগ্নিকুণ্ড প্রস্তুত করে সেখানে প্রাণ ত্যাগের জন্য উদ্যত হলেন। ঠিক সেই সময়ে তাঁরা দৈববাণী বা আকাশবাণী শুনতে পেলেন-"তোমরা পৃথিবীতে গোকুলে শ্রীহরিকে পুত্ররূপে লাভ করবে।" এই কথা শুনে ধরা ও দ্রোণ ঘরে ফিরে যান। তাঁরাই নন্দ ও যশোদা রূপে গোকুলে জন্মগ্রহণ করেন।

দেবকী ও বসুদেব তাঁদের পূর্ব জন্মে পৃশ্নি ও সুতপা ছিলেন। স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে তাঁরা দুইজন ১২০০০ দিব্য বৎসর কঠোর তপস্যা করে ভগবান শ্রীহরিকে সন্তুষ্ট করেন। ভগবান তাঁদের তপস্যায় প্রীত হয়ে তাঁদের সম্মুখে নিজেকে প্রকাশ করেন, তাঁরা কি বর চায়, জিজ্ঞাসা করতে সুতপা ও পৃশ্নি বললেন, "আমরা আপনার মতো পুত্র লাভ করতে চাই।" ভগবান তখন নিজের সমান আর কেউ নেই বলে স্বয়ং তাঁদের পুত্ররূপে আবির্ভূত হন। তাই তাঁর নাম হয় পৃশ্নিগর্ভ। পরবর্তী সময়ে তাঁরা দুজন স্বামী-স্ত্রী, কশ্যপ ও দেবমাতা অদিতি রূপে আবির্ভূত হন, এই সময়ে ভগবান তাঁদের পুত্র বামনদেব রূপে জন্ম লাভ করেন। সেই দেবপিতা কশ্যপ মুনি—বসুদেব রূপে ও দেবমাতা অদিতি—দেবকীরূপে জন্ম লাভ করেন এবং ভগবান তাঁদের পুত্র শ্রীকৃষ্ণ রূপে এই জগতে আত্মপ্রকাশ করেন।

শাস্ত্র বর্ণিত উপরোক্ত বিষয় থেকে যদিও মনে হচ্ছে যে ধরা ও দ্রোণ এবং অদিতি ও কশ্যপ তপস্যা করে ভগবানকে পুত্ররূপে লাভ করেছেন বা ভগবানের পিতা-মাতা হতে পেরেছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কোন জীব তপস্যা করে ভগবানের

পিতা-মাতা হতে পারেন না। ভগবানের পিতা-মাতা অনাদিকাল থেকেই এই পিতৃত্ব-মাতৃত্ব ভাব নিয়ে থাকেন। তাঁরা ভগবানের স্বরূপ শক্তির এক বিশেষ বৃত্তি—ধারণ-শক্তির মূর্ত প্রকাশ। ভগবান কেবল তাঁদের মাধ্যমেই এই জগতে আত্মপ্রকাশ করেন। ভগবান এই জগতে আসার আগে দিব্যধাম থেকে তাঁর অনাদি সিদ্ধ পিতা-মাতাকে পাঠিয়েছেন, যাঁদের যোগে তিনি এই জগতে অবতীর্ণ হন। তাঁর এই আবির্ভাবকে সদ্বারক আবির্ভাব বলা হয়। যেকোন জীব ভগবানের পিতা-মাতা হতে পারেন না। যেভাবে পরব্যোমের সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপগণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশ ও অংশ এবং লক্ষ্মী, সরস্বতী, রুক্মিনী আদি সমস্ত শক্তিতত্ত্ব শ্রীমতি রাধারাণীর অংশ প্রকাশ। সেইরূপ ধরা ও দ্রোণ, অদিতি ও কশ্যপ, বসুদেব ও দেবকী আদি সবাই নন্দ ও যশোদার অংশেই আবির্ভূত হন।

গোলোক বৃন্দাবন থেকে ভূমণ্ডলে শ্রীহরির আগমনের কারণ

ভগবান যখন চিন্ময় ধাম থেকে মর্ত্যমণ্ডলে আবির্ভূত হন, তার জন্য তিনি তাঁর সেই নিত্যধামে একটি লীলা করে থাকেন, যাকে নিমিত্ত করে তিনি এই জগতে অবতীর্ণ হবেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এই জগতেঅবতীর্ণের বিভিন্ন কারণ সম্বন্ধে অন্যত্র আলোচনা হবে। এখন যে কারণকে নিমিত্ত করে এই মর্ত্যলোকে অবতীর্ণ হওয়ার জন্য ভগবান শ্রীহরি গোলোকে একটি লীলা প্রকট করেছিলেন তা ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে বর্ণিত হয়েছে।

একদিন গোলোকে নির্জন মহাবনে ভগবান শ্রীহরি শ্রীরাধার সঙ্গে বিহারে মগ্ন ছিলেন। শ্রীমতি রাধারাণী তাঁর সেবায় নিযুক্তা ছিলেন। তাঁর সেবার বাসনা সম্পূর্ণরূপে তৃপ্তি লাভের পূর্বে ভগবান তাঁকে পরিত্যাগ করে বৃন্দাবনে শ্রীরাধিকা তুল্য এক সৌভাগ্যবতী গোপী বিরজার কুঞ্জে প্রবেশ করলেন এবং তাঁকে তাঁর সেবার সুযোগ প্রদান করে অধিক সৌভাগ্যবতী করলেন ।এইভাবে রত্নমণ্ডপে শ্রীকৃষ্ণ বিরজার সঙ্গে বিহার করছেন, এই সংবাদ রাধারাণীকে তাঁর সখিগণ জানালেন। শ্রীহরি তাঁকে সেবা থেকে বঞ্চিত করে অন্যত্র গমন করেছেন জেনে তিনি অত্যন্ত মর্মাহত হয়ে ক্রন্দন করতে লাগলেন। তারপর তাঁর তেষট্টি শত কোটি গোপীদের সঙ্গে করে রাধারাণী তাঁর অতি মনোহর সুবৃহৎ রথে বায়ুবেগে অতি সত্বর সেই স্থানের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করলেন, যেখানে বিরজার সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ বিহার করছিলেন। সেই স্থানে পৌঁছে রথ থেকে অবতরণ করে রত্ন মণ্ডপের দিকে গেলেন। দ্বারে লক্ষসংখ্যক গোপে পরিবৃত হাতে একটি বেত্র ধারণপূর্বক শ্রীদামকে দ্বারপালরূপে দণ্ডায়মান দেখলেন। শ্রীরাধা শ্রীদামকে বললেন, "তুমি রতি-লম্পট কিংকর, দ্বার থেকে দূর হও এবং আমাকে ভিতরে

প্রবেশ করতে দাও। আমি তোমার প্রভুকে দেখব তিনি কি প্রকারের সুরূপা অন্য প্রিয় কান্তা লাভ করেছেন।" কিন্তু সেই মহাবলশালী শ্রীদাম রাস্তা অবরোধ করে শ্রীরাধাকে ভিতরে প্রবেশ করতে দিলেন না। তাতে রাধারাণীর সমস্ত সখিগণ অত্যন্ত ক্রোধে অধর কম্পিত করতে করতে মিলিতভাবে শ্রীদামকে বলপূর্বক দ্বারদেশ থেকে অপসারণ করে দিলেন।

এদিকে শ্রীহরি কুঞ্জের মধ্য থেকে কুঞ্জের দ্বারদেশের কোলাহল শ্রবণ করতে পারলেন এবং শ্রীরাধা ক্রোধান্বিতা হয়েছেন জানতে পেরে সেই স্থান থেকে অন্তর্হিত হলেন। ভগবান শ্রীহরি অন্তর্হিত হলে শ্রীরাধার ভয়ে ভীত হয়ে বিরজাও সেখানে যোগবলে দেহত্যাগ করলেন। তাঁর সেই পরিত্যক্ত দেহ গোলোকে সেই মুহূর্তে নদীতে পরিণত হল। এই বিরজা নদী গোলোকধামকে বর্তুলাকারে (গোলাকারে) পরিবেষ্টিত করে অবস্থান করল। শ্রীরাধা রতি গৃহে প্রবেশ করে দেখলেন যে, শ্রীহরি সেই স্থান থেকে অন্তর্হিত হয়েছেন এবং বিরজা নদীরূপ ধারণ করেছেন। তারপর তিনি স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করলেন।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, বিরজার সেই নদীরূপ ধারণ করা দেখে সেই নদীর তীরে উপস্থিত হলেন। তিনি বিরজাকে সতী বলে সম্বোধন করে বললেন, "তুমি অতি শীঘ্রই জল থেকে নিজরূপ ধারণ করে আমার সম্মুখে আবির্ভূত হও।" তখন বিরজা রাধার ন্যায় অত্যন্ত সুন্দর রূপ ধারণ করে শ্রীহরির সম্মুখে উপস্থিত হলেন। শ্রীহরি তাঁকে বললেন, "তুমি শ্রীরাধার ন্যায় আমার অত্যন্ত প্রিয়া। আমি নিত্য তোমার ভবনে এসে তোমার সঙ্গে মিলিত হব।" শ্রীরাধার সখিগণ এই সমস্ত বৃত্তান্ত ঈশ্বরী শ্রীরাধাকে জানালেন। এই সমস্ত কথা শুনে শ্রীরাধা অত্যন্ত দুঃখে ক্রন্দন করতে লাগলেন এবং ক্রোধ-মন্দিরে গিয়ে শয়ন করলেন।

এদিকে শ্রীকৃষ্ণ বিরজার থেকে বিদায় নিয়ে শ্রীদামকে সঙ্গে করে রাধিকা-ভবনের দ্বারদেশে উপস্থিত হলেন। তখন শ্রীরাধা রোষভরে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বললেন, "গোলোকে আমার থেকে বহু উন্নত প্রিয়া তোমার আছে, তুমি তাঁদের

কাছে যাও।" এইরূপ শ্রীরাধা শ্রীহরির প্রতি অভিমানপূর্বক বহু ভর্ৎসনা বাক্য ব্যবহার করলেন। পুরদ্বারস্থিত বেত্রধারিনী বহু সখিগণ শ্রীকৃষ্ণকে অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে দিলেন না। শ্রীরাধা উত্তোরত্তর তীব্র কটূক্তি ব্যবহার করে শেষে শ্রীকৃষ্ণকে বললেন, "তোমার ব্যবহার মানুষের ন্যায় হয়েছে, অতএব তুমি ভারতবর্ষে মানুষ্যরূপে আবির্ভূত হও।" তিনি সমস্ত সখিদেরকে কড়া নির্দেশ দিলেন, তাঁরা যেন শ্রীকৃষ্ণকে প্রবেশ করতে না দেন।

এই কথা বলে শ্রীরাধা গৃহের মধ্যে ফিরে গেলেন। তখন সখিগণ শ্রীকৃষ্ণকে বললেন, "তুমি কিছুক্ষণের জন্য অন্য গৃহে অবস্থান কর। আমরা ভিতরে গিয়ে শ্রীরাধার ক্রোধ প্রশমিত করার চেষ্টা করব।" বিভিন্ন গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে উপহাস ছলে বিভিন্ন বাক্য প্রয়োগ করলেন। তা শুনে শ্রীকৃষ্ণ অন্য একটি গৃহে প্রবেশ করে সেখানে অপেক্ষা করলেন। এই সমস্ত দর্শন করে শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় সখা শ্রীদাম তাঁর প্রিয়তম প্রভু ও সখার প্রতি এইরূপ ব্যবহারে অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হলেন। তিনি ক্রোধে অধীর হয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বহু মহিমা শ্রবণ করালেন এবং শ্রীরাধা ও গোপীগণ যে তাঁরই সৃষ্ট ও তাঁরই দ্বারা পালিত সে কথাও প্রকাশ করে শ্রীকৃষ্ণের বিভূতি বর্ণনা করলেন। তা শ্রবণ করে রাসেশ্বরী শ্রীরাধা গৃহ থেকে বাইরে এসে শ্রীদামকে বললেন, "রে মূঢ়! অসুররা যেরূপ সর্বদা নিন্দা করে, তুমিও সেইরূপ সব সময়ে আমার নিন্দা কর। শ্রীকৃষ্ণ শুধু তোমার, আমাদের নয়! তুমি সর্বদা পিতার স্তুতি কর এবং আমার নিন্দা কর, তোমার বুদ্ধি অসুরদের মতো হয়ে গেছে। তাই তুমি ধরাধামে অসুর যোনিতে জন্ম লাভ কর। "তখন শ্রীদামও ক্রোধান্বিত হয়ে শ্রীরাধার প্রতি বললেন, "তুমি মানুষদের মতো ক্রোধাচরণ করছ। তাই তুমি মানুষী হয়ে জন্ম লাভ কর। শ্রীহরির অংশে উৎপন্ন মহাযোগী বৈশ্য বৃন্দাবনে আয়ান (ঘোষ) নামে জন্ম লাভ করবেন। মূঢ়গণ ভূতলে তোমাকে আয়ান-পত্নী বলে জানবে। তুমি গোকুলে শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করে তাঁর সঙ্গে বৃন্দাবনে বিহার করবে। তুমি এখন এক মুহূর্তও তোমার প্রভুর বিয়োগ সহ্য করতে পারছ না। সেই জন্য ভূতলে শ্রীহরির সঙ্গে তোমার

একশত বছর বিচ্ছেদ হবে। তারপর প্রভু শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হয়ে গোলোক বৃন্দাবনে প্রত্যাবর্তন করবে।" একথা বলে শ্রীদাম শ্রীরাধাকে প্রণাম করে প্রভু শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে গোলোক ধাম পরিত্যাগ করলেন। পরবর্তী সময়ে তিনি 'শঙ্খচূড়' নামে তুলসীর পতি হয়ে ভূতলে জন্মগ্রহণ করেন। তারপর শ্রীরাধা অত্যন্ত শোকাতুরা হয়ে শ্রীকৃষ্ণের নিকট গিয়ে অভিশাপের কথা নিবেদন করলেন, শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, "এই সমস্ত কিছু আমার ইচ্ছায় হয়েছে। বরাহকল্পে আমি ভূলোকে আবির্ভূত হব। তুমিও সেই ধরাতলে জন্ম লাভ করে আমার সঙ্গে বৃন্দাবনে বিহার করবে।"

গোলোকে পরস্পরের প্রতি এইরূপ অভিসম্পাত (অভিশাপ) শ্রীকৃষ্ণের একটি লীলামাত্র। এই সব তাঁর ইচ্ছাতে তাঁর লীলার পুষ্টি বিধানার্থে হয়ে থাকে। গোলোক থেকে ধরাতলে অবতীর্ণ হওয়ার জন্য ভগবান কোন এক সূত্র খোঁজেন এবং তিনি তাঁর সূত্রপাত করে থাকেন। গোলোকে অবস্থিত সমস্ত গোপী ও সখিগণ শ্রীরাধারই প্রকাশ। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীরাধার প্রেমকে আরও গাঢ় করে তাঁদের লীলাময় ভাবকে বেশী করে আস্বাদনীয় করবার জন্য তাঁরা গোলোকে বিভিন্ন লীলা বিলাস করে থাকেন।

ভূমণ্ডল ভগবানের আগমনের উদ্যোগ

অবতারীর দেহে সব অবতারের স্থিতি।
কেহো কোনমতে কহে, যেমন যার মতি।।
কৃষ্ণকে কহয়ে কেহ—নরনারায়ণ।
কেহো কহে, কৃষ্ণ হয় সাক্ষাৎ বামন।।
কেহো কহে, কৃষ্ণ ক্ষীরোদশায়ী অবতার।
অসম্ভব নহে, সত্য বচন সবার।।
কেহো কহে, পরব্যোমে নারায়ণ-হরি।
সকল সম্ভবে কৃষ্ণে, যাতে অবতারী।।
সব শ্রোতাগণের করি চরণ বন্দন।
এ সব সিদ্ধান্ত শুন, করি' এক মন।।
সিদ্ধান্ত বলিয়া চিত্তে না কর অলস।
ইহা হৈতে কৃষ্ণে লাগে সুদৃঢ় মানস।।
(চৈঃ চৈঃ ১/২/১১২-১১৭)

পূর্ণ ভগবান্ অবতরে যেই কালে।
আর সব অবতার তাঁতে আসি' মিলে।।
নারায়ণ, চতুর্ব্যূহ মৎস্যাদ্যবতার।
যুগ-মন্বন্তরাবতার, যত আছে আর।।
সবে আসি' কৃষ্ণ-অঙ্গে হয় অবতীর্ণ।
ঐছে অবতরে কৃষ্ণ ভগবান্ পূর্ণ।। (চৈঃ চৈঃ)

নারদ মুনি রাজা বহুলাশ্বকে বললেন—যে ব্যক্তি জিহ্বা লাভ করেও শ্রীকৃষ্ণে গুণমহিমা কীর্তন করে না সে দুর্মতি, কারণ মোক্ষের সোপান লাভ করেও তা আরোহণ করতে পারে না। হে রাজন্! এই বরাহকল্পে শ্রীকৃষ্ণের যেভাবে ভূত

আগমন হয়েছিল তা তোমার কাছে সম্যকভাবে বর্ণনা করছি, শ্রবণ কর। পূর্বে পৃথিবী দেবী যখন দুষ্ট দানব, দৈত্য ও আসুরিক রাজাদের দ্বারা অত্যন্ত ভারাক্রান্ত হয়েছিলেন তখন তিনি গাভী রূপ ধারণ করে অনাথার মতো রোদন করতে করতে কম্পিত কলেবরে ব্রহ্মার শরণাপন্ন হয়ে তাঁর দুঃখ নিবেদন করেছিলেন। ব্রহ্মা তখন তাঁকে আশ্বস্ত করে মহাদেব সহ সমস্ত দেবতাদেরকে সঙ্গে নিয়ে তৎক্ষণাৎ বৈকুণ্ঠধামে আগমন করলেন। তারপর চতুর্মুখ ব্রহ্মা, চতুর্ভুজ বিষ্ণুকে প্রণাম করে নিজের অভিলাষ জ্ঞাপন করলে ভগবান বিষ্ণু দেবগণকে উদ্বিগ্ন দর্শন করে ব্রহ্মাকে বললেন—শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর, পরমেশ্বর, সমস্ত দেবতার দেবতা ও অখিল লীলাময়, তিনি ছাড়া কোন কার্যই সম্পন্ন হবে না, অতএব তুমি অতি সত্বর তাঁর পরম অব্যয় ধামে গমন কর। তখন ব্রহ্মা বললেন, আমি ত আপনাকে ছাড়া আর কাকেও পরিপূর্ণতম বলে জানি না, অতএব হে প্রভো! যদি অন্য কেহ পরিপূর্ণতম থাকেন, তবে তাঁর নিবাসস্থান আমাদেরকে প্রদর্শন করুন। নারদমুনি রাজা বহুলাশ্বকে বললেন যে, ভগবান বিষ্ণু ব্রহ্মার এই প্রকার প্রার্থনা শ্রবণ করে সমস্ত দেবগণসহ ব্রহ্মাকে ব্রহ্মাণ্ডের শিখরোপরিস্থ স্থান দেখাতে লাগলেন। তখন তাঁরা দেখলেন যে, ব্রহ্মাণ্ডের উপরে ভগবান বামনদেবের বাম পদাঙ্গুষ্ঠনখে ছিন্ন একটি ছিদ্র রয়েছে, ঐ ছিদ্র আদিমন্দাকিনী জলে পরিপূর্ণ। দেবগণ সেই ছিদ্রপথে জলযানে ব্রহ্মাণ্ডের অপরদিকে এলেন এবং ব্রহ্মাণ্ডকে অধোদেশে ক্ষুদ্র করঞ্জফলের মতো দেখতে পেলেন। আরও দেখলেন যে, গুঞ্জা ফলের মতো কোটি কোটি অন্যান্য অনেক ব্রহ্মাণ্ড সেই জলে ভাসমান অবস্থায় রয়েছে। তাঁরা এই সকল অবলোকন করে বিস্মিত ও চকিত হলেন। তাঁর অর্ধ্বকোটি যোজন স্থানে আটটি দিব্য নগর রয়েছে, সেই সকল মনোহর নগর দিব্যপ্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত এবং রত্ন ও বৃক্ষশ্রেণীতে শোভিত। দেবগণ সেই নগরে প্রবেশ করে দেখলেন—তারও উপরে রয়েছে বিরজা নদী। বিরজার তীরভূমি পরমশোভন, তরঙ্গরেখাসমন্বিত ও রেশম বসনের মতো সুশুভ্র এবং তার সিঁড়িগুলি অত্যন্ত উজ্জ্বল। দেবগণ আরও অগ্রসর হয়ে

বিরজাতীরস্থ সেই উর্ধ্বতম নগরে প্রবেশ করলেন। ঐ নগরী যেন অসংখ্য কোটি সূর্যের সমান এক মহাজ্যোতির্মণ্ডল। সেই দিব্য তেজ দর্শনে তাঁদের নেত্র প্রপীড়িত হল এবং তাঁরা সেই তেজে ধর্ষিত হয়ে অবস্থান করতে লাগলেন। তখন বিষ্ণুর আদেশে ব্রহ্মা সেই তেজকে নমস্কার করে তার ধ্যানে নিমগ্ন হলে তিনি সেই জ্যোতির্মণ্ডলের মাঝে এক শান্তিময় সাকার তেজ দর্শন করলেন। সেই তেজোমধ্যে মহাদ্ভুত পরম রণীয় মৃণাল (পদ্মের নাল বা বোঁটা) ধবল সুদীর্ঘ সহস্রবদন শেষনাগ বিদ্যমান রয়েছেন, তাঁকে দর্শন করে দেবগণ প্রণাম করলেন। সেই শেষনাগের ক্রোড়ে লোকবন্দিত মহালোক গোলোক অবস্থিত এবং সেই গোলোকে তেজস্বী সংহারকদেরও সংহারক ঈশ্বর বিরাজিত রয়েছেন। সেস্থানে মায়া, মন, চিত্ত, বুদ্ধি ও অহঙ্কারের প্রভাব নেই, বিকার এবং মহত্তত্ত্বও সেখানে প্রবেশ করতে পারে না, গুণের আর কথা কি? তার দ্বারদেশে কামদেবের মতো কান্তিসম্পন্ন শ্যামবর্ণ কৃষ্ণপার্ষদগণ বিদ্যমান, দেবগণ সেখানে প্রবেশ করতে উদ্যত হলে তাঁরা নিষেধ করলেন। দেবগণ বললেন, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর প্রমুখ আমরা সকলেই লোকপাল, ইন্দ্রাদি দেবগণসহ আমরা শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করার জন্য এই স্থানে উপস্থিত হয়েছি। কৃষ্ণপ্রিয় দ্বারপালগণ তাঁদের প্রার্থনা শুনে অন্তঃপুরে প্রবেশ করে শ্রীকৃষ্ণকে তাঁদের অভিলাষ জানালেন, তখন পীতাম্বর পরিহিতা শত শশধরকান্তি বেত্রহস্তা চন্দ্রাননা নামে এক সখী পুরমধ্য হতে এসে দেবগণকে তাঁদের মনোরথ জিজ্ঞাসা করে বললেন—এখানে সমাগত আপনারা কোন্ ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি, তা সত্বর বলুন, আমি ভগবানের নিকট গিয়ে নিবেদন করব। দেবগণ বললেন— অহো! আমরা ত একটি ব্রহ্মাণ্ডের কথা জানি, হে শুভে! আমরা অন্য ব্রহ্মাণ্ড কখন দর্শনও করি নাই এবং অন্য ব্রহ্মাণ্ড যে আছে তাও আমাদের জানা নেই। চন্দ্রাননা বললেন—হে ব্রহ্মদেব! এখানে কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড বিলুণ্ঠিত হচ্ছে, তোমরা যেরূপ তোমাদের ব্রহ্মাণ্ডের দেবতা, সেরূপ সেই সকল বিভিন্ন ব্রহ্মাণ্ডেও তোমাদের মত পৃথক পৃথক্ দেবগণ বিদ্যমান রয়েছেন। তোমরা কখনও এখানে আগমন কর নাই এবং সেই সকল

ব্রহ্মাণ্ডের নামসমূহও জান না। জড় বুদ্ধিতেই নিজগৃহে প্রসন্নভাবে অবস্থান কর, গৃহের বাইরেও কখন যাও না। ডুমুর ফলের কীটের যেমন তার বাসস্থানটিরই জ্ঞান থাকে, সাধারণ জনগণ যেমন নিজ জন্মস্থান সম্বন্ধেই অবগত, তোমরাও সেই প্রকার তোমাদের ব্রহ্মাণ্ড সম্বন্ধেই অবগত আছ। নারদমুনি রাজা বহুলাশ্বকে বললেন— দেবগণ এইরূপ উপহাস লাভ করে নীরবে অবস্থান করতে লাগলেন। ভগবান বিষ্ণু দেবগণকে চকিত ও আনতবদন দর্শন করে বললেন— পৃশ্নিগর্ভ সনাতন ভগবান যে ব্রহ্মাণ্ডে বামনরূপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন এবং তাঁর পদাঙ্গুষ্ঠ নখাঘাতে যে ব্রহ্মাণ্ড ছিদ্র হয়েছিল, আমরা সেই ব্রহ্মাণ্ডের অধিবাসী। বিষ্ণুর বাক্য শ্রবণ করে সখী চন্দ্রাননা সেই বাক্য সাদরে গ্রহণ করে শীঘ্রই অন্তঃপুরে প্রবেশ করলেন এবং তখনই পুনরায় আগমন করে দেবগণকে পুরপ্রবেশের আদেশ দিয়ে নগর মধ্যে প্রস্থান করলেন। তারপর দেবগণ সকলেই সেই পরমরমণীয় গোলোক অবলোকন করলেন এবং কৃষ্ণনিকুঞ্জ মধ্যে গমন করে প্রণামপূর্বক অবস্থান করতে লাগলেন। সেই নিকুঞ্জমধ্যে সহস্রদল সমন্বিত জ্যোতির্মণ্ডলস্বরূপ এক পদ্ম বিদ্যমান, তার উপরে ষোড়শদল এবং তারও উপরে অষ্টদল পদ্ম প্রতিষ্ঠিত, তার উপরে প্রস্ফুরিত সুদীর্ঘ সোপানত্রয়-শোভিত মনোজ্ঞ কৌস্তুভমণি-খচিত পরম রমণীয় দিব্য সিংহাসন অবস্থিত; দেবগণ সেই সিংহাসনে শ্রীরাধার সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করলেন। তিনি অষ্টসখী দ্বারা পরিবেষ্টিত ও অষ্টগোপাল দ্বারা সেবিত। শ্রীরাধিকা বামাংশে থেকে তাঁর বামবাহু অলঙ্কৃত করছেন, তিনি স্বেচ্ছায় দক্ষিণ চরণ বক্র করে রেখেছেন, হাতে বংশী ধারণ করে মৃদু মৃদু হাসছেন এবং ভ্রূবিলাসে যেন কামকে মোহিত করছেন। তাঁর বর্ণ মেঘের মতো, নেত্র পদ্মপত্রের মতো বিস্তৃত, বাহু লম্বমান, পরিধানে পীতবসন এবং গলে বনমালা। দেবগণ তাঁকে দর্শন করে আনন্দসাগরে মগ্ন হওয়ায় তাঁদের নয়ন অশ্রুপূর্ণ হল এবং তাঁরা করজোড়ে ও আনতবদনে পরম পুরুষ মুরারিকে নমস্কার করলেন। তখন দেবগণ দর্শন করলেন যে, তাঁদের সামনেই অষ্টভুজ সাক্ষাৎ বৈকুণ্ঠ হরি শ্রীকৃষ্ণের শরীরে লীন হলেন। তারপর তখনই প্রচণ্ড বিক্রম কোটি সূর্য-প্রভা

পূর্ণাবতার নৃসিংহ সেখানে এসে শ্রীকৃষ্ণ শরীরে লীন হলেন। তারপর পার্ষদ ও লক্ষ্মী পরিসেবিত সহস্রবাহু সমন্বিত শ্বেতদ্বীপাধিপতি এক লক্ষ শ্বেতবর্ণ অশ্বযুক্ত রথে আরোহণ করে তৎক্ষণাৎ শ্রীকৃষ্ণ শরীরে বিলীন হলেন। সীতা ও ভ্রাতাদিসহ সাক্ষাৎ পূর্ণাবতার ধনুর্বাণধারী রাজীবলোচন রাম লক্ষপতাকাযুক্ত লক্ষ অশ্ববাহিত দশকোটি সূর্য সঙ্কাশ সুবর্ণ রথে আরোহণ করে সমাগত হয়ে শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহে লীন হলেন। তারপর প্রজ্বলিত প্রলয়ানল-শিখাতুল্য জ্যোতির্ময় রথে সাক্ষাৎ সুরেশ্বর নারায়ণ হরি যজ্ঞ তাঁর পত্নী দক্ষিণাসহ আগমন করে শ্যামসুন্দর শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহে লীন হলেন। তখনই কোটি কোটি বিদ্যুতের মতো প্রস্ফুরিত জ্যোতির্ময় জটাজুট সমন্বিত চতুর্বাহু বিশাললোচন মুনিবেশধারী, মেঘকান্তি ও অখণ্ডিতব্রত দিব্য মুনীন্দ্রগণমণ্ডিত সাক্ষাৎ বিষ্ণু নারায়ণ ঋষি দর্শকগণের সামনেই শ্যামসুন্দর শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহে শীঘ্রই বিলীন হলেন। তখন দেবগণ প্রভু শ্রীকৃষ্ণকে সাক্ষাৎ পরিপূর্ণতম জানতে পেরে অত্যন্ত বিস্মিত হলেন এবং সকলেই তাঁর স্তব করতে লাগলেন। দেবগণ বললেন— পূর্ণপুরুষ পরাৎপর যজ্ঞেশ্বর সর্বকারণের কারণ রাধাপতি সাক্ষাৎ গোলোকপতি পরিপূর্ণতম পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার।

হে দেব! সম্প্রতি আপনার নিকট আমাদের কি আর বলার আছে? আপনি সমস্ত জীবের হৃদয়বাসী ও অশেষসাক্ষী, শুদ্ধহৃদয় জ্ঞানিগণ ও দেবগণ আপনার উদ্দেশ্যে কেবল প্রণাম করতে সমর্থ; হে ভগবান! আমরা আপনার পুরুষোত্তম রূপকে প্রণাম করি। হে আদিদেব! আপনি দেবগণকে বিপদ থেকে পরিত্রাণ করুন, এখন ক্ষিতিকে উদ্ধার করে ধর্মরক্ষা করুন। এইরূপ প্রার্থনা শ্রবণ করে ভগবান বললেন— হে চতুরানন! হে শঙ্কর! হে দেবগণ! তোমরা নিজ নিজ স্ত্রীগণের সঙ্গে স্ব স্ব অংশ যদুবংশে জন্মগ্রহণ কর, আমিও যদুকুলে অবতীর্ণ হয়ে ভূভার হরণ করে তোমাদের কার্যসিদ্ধি করব। স্বীয় পতি জগদীশ্বর হরি এইরূপ বললে শ্রীরাধা পতির বিরহে বিহ্বলা হয়ে দাবাগ্নিদগ্ধ লতার মতো মূর্ছিতা হলে তাঁর নেত্র অশ্রুজলে আপ্লুত এবং দেহ কম্পিত ও রোমাঞ্চিত হল। তখন তি বললেন— হে প্রাণনাথ! আপনি ভূভার হরণ করার জন্য ভূতলে গমন কর

আমি প্রাণ ধারণ করে থাকতে পারব না। ভগবান বললেন— তোমাকেও ভূতলে সঙ্গে নিয়ে যাব, শোক কর না। এই কথা শ্রবণ করে শ্রীরাধিকা বললেন— যেখানে বৃন্দাবন নেই, যমুনা ও গোবর্ধন পর্বত নেই; সেখানে আমার মনের শান্তি হবে না। তখন স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গোলোকধাম থেকে চৌরাশী ক্রোশ ভূমি, গোবর্ধন গিরি ও যমুনাকে ভূতলে প্রেরণ করলেন।

এইভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বেচ্ছায় স্বপার্ষদ ও স্বীয়ধামসহ অবতীর্ণ হয়ে বহুবিধ লীলাবিলাস করেছেন।
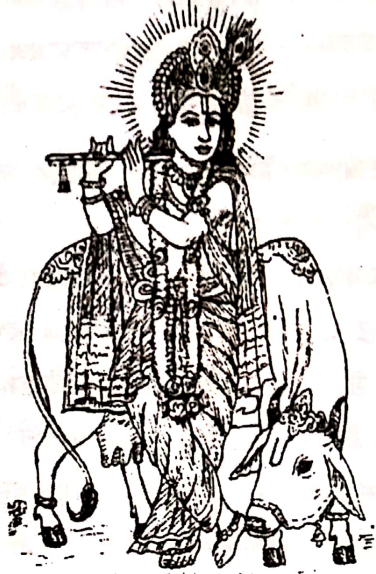
ষট্‌গর্ভাসুর

দেবকীর গর্ভে বলরাম আবির্ভূত হওয়ার পূর্বে ষড়্‌গর্ভাসুর অর্থাৎ দেবকীর ছয়টি পুত্র জন্ম হয়েছিল। তাঁদের নাম— কীর্তিমান, সুষেন, ভদ্রসেন, ঋজু, সম্মর্দন ও ভদ্র। এঁরা সবাই পূর্বে মরীচির পুত্র ছিলেন। সেই সময়ে কীর্তিমানের নাম ছিল স্মর। ব্রহ্মার দ্বারা অভিশাপ প্রাপ্ত হয়ে এই মরীচির পুত্রগণ অসুর সন্তানরূপে জন্ম নেন। হিরণ্যাক্ষের পুত্র কালনেমি, তার ছয় পুত্র— হংস, সুবিক্রম, ক্রাথ, দমন, রিপুমর্দন এবং ক্রোধহন্তা। এই পুত্রগণকে ষট্‌গর্ভ বলা হত। এঁরা সবাই অত্যন্ত বলশালী ও যুদ্ধে পারঙ্গদ ছিলেন। এই ষট্‌গর্ভগণ তাঁদের পিতামহ হিরণ্যকশিপুর সঙ্গ পরিত্যাগ করে ব্রহ্মাকে সন্তুষ্ট করবার জন্য কঠোর তপস্যারত হলেন। ব্রহ্মা সন্তুষ্ট হয়ে বর দিতে চাইলে ষট্‌গর্ভগণ তাঁকে বললেন, "হে ভগবান্ ব্রহ্মা ! আমাদেরকে এই বর দিন যাতে আমরা কোন দেবতা, যক্ষ, গন্ধর্বপতি, সিদ্ধ, চারণ, মানুষ বা মহাঋষির দ্বারা নিহত না হই। ব্রহ্মা তাদের মনোবাসনা পূর্ণ হওয়ার বর দিলেন। কিন্তু হিরণ্যকশিপু যখন একথা জানতে পারল সে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট ও ক্রোধান্বিত হয়ে বললো, "তোমরা আমার সঙ্গ ত্যাগ করে ব্রহ্মার পূজা করতে গিয়েছ, তাই তোমাদের প্রতি আমার স্নেহ-মমতা নেই, তোমরা নিজেদের চেষ্টায় দেবতাদের হাত থেকে বাঁচতে চাইছ। আমি তোমাদের অভিশাপ দিচ্ছি যে, তোমরা তোমাদের পিতার হাতে মৃত্যু বরণ করবে। তোমাদের পিতা কালনেমি, কংসরূপে জন্মগ্রহণ করবে এবং তোমরা দেবকীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করবে। দেবকীর গর্ভে জন্ম হবে বলে তোমাদের সে বধ করবে।" (কালনেমি বিষ্ণুর হাতে বধ হয়। হরিবংশ বিষ্ণু পর্ব দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ)।

দেবকীর পুত্ররূপে তাঁদের মৃত্যুর পর তাঁরা সবাই মুক্তি লাভ করে স্ব-স্থানে প্রত্যাবর্তন করলেন। এই সম্বন্ধে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর একটি রূপকের মাধ্যমে সুন্দর বর্ণনা করেছেন। কংসের প্রতি দেবকীর নিরবচ্ছিন্ন ভয় তাঁকে শুদ্ধ

করেছিল। শুদ্ধ ভক্তের সবসময় জড় সঙ্গের প্রতি ভয়ান্বিত হওয়া উচিত। এইভাবে সমস্ত জড়সঙ্গ-রূপক অসুরগণ বধ হবে, ঠিক যেভাবে কংসের দ্বারা ষট্‌গর্ভাসুর বধ হয়েছিল। মন থেকে মরীচি আবির্ভূত হন, অন্য কথায় মরীচি হচ্ছেন মনের অবতার। মরীচির ছয় পুত্র কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ এবং মাৎসর্য। পরম পুরুষ ভগবান শুদ্ধ ভক্তিতে আবির্ভূত হন। বেদে বলা হচ্ছে "ভক্তিঃ এব এনম্ দর্শয়তি।" শুদ্ধ ভক্তির দ্বারাই একজন ভগবানের সংস্পর্শে আসতে পারে। ভগবান দেবকীর গর্ভে আবির্ভূত হলেন, তাই দেবকীকে ভক্তির সঙ্গে উপমা দেওয়া হচ্ছে। কংসকে জড় ভয়ের সঙ্গে তুলনা করা হচ্ছে। যখন শুদ্ধ ভক্ত সব সময় জড় সঙ্গকে ভয় করে তখন তাঁর যথার্থ ভক্তিভাব অবস্থা প্রকাশিত হয় এবং স্বাভাবিকভাবেই সে জড় ভোগের প্রতি নিস্পৃহ হয়। তখন মরীচির ছয় পুত্র এই প্রকার জড় ভয়ের দ্বারা হত হয় এবং সেই সাধক সম্পূর্ণভাবে জড় কলুষ থেকে মুক্ত হয়, তখন ভক্তির গর্ভে পরম পুরুষ ভগবান আবির্ভূত হন। এইভাবে দেবকীর গর্ভে কাম আদি ছয় পুত্র বিনাশের পর শেষদেব সঙ্কর্ষণ আবির্ভূত হয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্য উপযুক্ত সংস্থান ব্যবস্থা করলেন। এর অর্থ হচ্ছে এই যে, যখন একজন তাঁর কৃষ্ণচেতনা পূর্ণরূপে জাগ্রত করেন, তখনই শ্রীকৃষ্ণ তাঁর নিকট আবির্ভূত হন।

কংসের কারাগারে বসুদেব-নন্দন শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব

এক সময়ে ধরিত্রী দেবী দুষ্ট অসুর স্বভাব রাজন্যবর্গ দ্বারা আক্রান্ত হয়ে একটি গাভী রূপ ধারণ করে পিতামহ ব্রহ্মার শরণাপন্ন হলেন। তখন ধরিত্রী দেবী অত্যন্ত বিষন্নমনা ও অশ্রুসিক্তা ছিলেন। ধরিত্রী দেবীর দুঃখ শ্রবণ করে ব্রহ্মা তার সমাধানের জন্য শিব ও অন্যান্য দেবতাদের সঙ্গে নিয়ে ক্ষীর সমুদ্রের তীরে উপস্থিত হলেন। সেখানে তাঁরা পুরুষসূক্ত মন্ত্র পাঠের দ্বারা সেই ক্ষীরসমুদ্রশায়ী, সর্বজগৎপালক, সর্বদুঃখহারী পরম পুরুষ ভগবান শ্রীবিষ্ণুর উপাসনা করলেন। শ্রীবিষ্ণু তাঁদের উপর সন্তুষ্ট হলেন এবং ব্রহ্মাকে তাঁর অভয়বাণী প্রদান করলেন। ব্রহ্মা, ভগবান বিষ্ণুর নির্দেশ সমস্ত সমবেত দেবগণকে জানিয়ে বললেন, "আমাদের জানানোর আগে শ্রীবিষ্ণু ধরিত্রীর দুঃখ অবগত হয়েছেন। যথাসময়ে ভগবান পৃথিবীর ভার হরণের নিমিত্ত ভূলোকে অবতীর্ণ হবেন। সমস্ত দেবগণ তাঁদের অংশে যেন যদুবংশে আবির্ভূত হন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাৎ বসুদেবের পুত্ররূপে আবির্ভূত হবেন। তাই তাঁর সন্তুষ্টি বিধানের জন্য সমস্ত সুর স্ত্রীগণের ধরাধামে আবির্ভূত হওয়া উচিত। পরম পুরুষ ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে তাঁর লীলায় সন্তুষ্টি বিধান করার জন্য সঙ্কর্ষণ শ্রীকৃষ্ণের জন্মের পূর্বে বলদেবরূপে আবির্ভূত হবেন। শ্রীকৃষ্ণ সহ যোগমায়া বা বিষ্ণুমায়াও আবির্ভূত হবেন।" এইভাবে সমস্ত দেবতাদেরকে ভগবান বিষ্ণুর বার্তা প্রদান করে ব্রহ্মা তাঁর ব্রহ্মালোকে ফিরে গেলেন।

একসময় ভূতলের ভারতবর্ষে মথুরা নামক স্থানে যদুবংশের রাজারা তাঁদের রাজধানী স্থাপন করে শাসন করতেন। উগ্রসেন ও দেবক দুই ভাই ছিলেন। উগ্রসেনের পুত্র কংস ও দেবকের কন্যা দেবকী। রাজা শূরসেনের পুত্র বসুদেব দেবকীকে বিবাহ করেন। বিবাহের পর যখন বসুদেব দেবকীকে সঙ্গে করে স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করছিলেন, তখন দেবকীর ভাই কংস তাঁদের রথ পরিচালনার

দায়িত্ব নিয়েছিল। যাত্রাপথে এক দৈববাণী বা শূন্যবাণী কংসকে উদ্দেশ্য করে বলল "রে মূর্খ! যে দেবকীকে তুমি রথে করে বহন করছ তাঁর অষ্টম সন্তান (বা গর্ভ) তোমাকে হত্যা করবে।"

কংস যে দেবকীর প্রতি অত্যন্ত স্নেহপরায়ণ হয়েছিল, দেবতারা এটা চাইতেন না। তাঁরা চেয়েছিলেন কংস দেবকীর প্রতি রোষপরায়ণ হলে ভগবান শীঘ্র আবির্ভূত হয়ে তাকে বধ করবেন। তাছাড়া দেবকীর প্রথম ছয় পুত্র ষট্ গর্ভাসুরও কংসের হাতে নিহত হয়ে অভিশাপ মুক্ত হবেন। তাই তাঁরা এই শূন্যবাণীর দ্বারা কংসকে উৎপীড়িত করেছিলেন।

এই শূন্যবাণী শুনে ভোজ বংশের কলঙ্ক-স্বরূপ মহাপাপাচারী কংস তার বাম হাত দিয়ে দেবকীর কেশ আকর্ষণ করে তাঁকে হত্যা করতে উদ্যত হয়। কংসের এইরূপ আচরণ দেখে বসুদেব বহু প্রকারের শাস্ত্রীয় তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা কংসকে সেই প্রকার চেষ্টা থেকে ক্ষান্ত হতে বললেন, কিন্তু কিছুতেই কংস বুঝতে চায় না দেখে বসুদেব একটি নুতন উপায় চিন্তা করলেন। তিনি মনে করলেন আমার পুত্র কংসের মৃত্যুর কারণ, তবে এই পুত্রের জন্ম হওয়া মাত্রই তাকে আমি কংসের হাতে অর্পণ করব এবং এভাবে দেবকীর প্রাণ রক্ষা হবে। তিনি চিন্তা করে দেখলেন যে, এমন হতে পারে আমার পুত্র জন্ম হওয়ার পূর্বেই কংসের মৃত্যু হবে, বা কংসের মৃত্যু আমার পুত্রের দ্বারাই হবে ইহা যখন বিধির লেখন তা অবশ্যই হবে। তাই বর্তমান আমি শপথ করি যে, আমার পুত্রদের আমি কংসকে অর্পণ করব, এইভাবে আসন্ন বিপদ থেকে রক্ষা পাব। যখন বসুদেব এইরূপে চিন্তা করে তাঁর প্রস্তাব কংসকে জানালেন, তখন তাঁর কথায় বিশ্বাস করে কংস দেবকীকে হত্যা করার প্রচেষ্টা থেকে বিরত হল। তারপর প্রত্যেক বৎসর বসুদেব ও দেবকীর একটি একটি করে আটটি পুত্র ও সুভদ্রা নামে একটি কন্যার জন্ম হয়েছিল। বসুদেব অত্যন্ত সত্যবাদী, তাই তাঁর প্রথম পুত্র কীর্তিমান জন্ম হওয়া মাত্রই তাকে কংসের হাতে অর্পণ করেছিলেন। বসুদেবের সত্যপরায়ণতায় কংস অত্যন্ত প্রীত হয়েছিল এবং বসুদেবের প্রথম পুত্র তার

মৃত্যুর কারণ নয় মনে করে তাঁর সেই পুত্রকে ফেরত দিয়েছিল। তাতে বসুদেব অত্যন্ত উল্লসিত হননি, কেননা তিনি জানতেন যে, এই নষ্ট চরিত্র অসংযতেন্দ্রিয় কংসের কথায় কোন ভরসা নেই।

এক সময় দেবর্ষি নারদ কংস ভবনে উপস্থিত হয়ে কংসকে বলেন যে, "সমস্ত দেবতারা সুমেরু পর্বতের উপর বসে আলোচনা করেছিলেন যে, এই যদু বংশে তাঁদের অংশে জন্ম হওয়ার জন্য তাঁরা শ্রীবিষ্ণুর কাছ থেকে নির্দেশ প্রাপ্ত হয়েছেন। ভগবান অসুরদের বধ করার জন্য এই যদু বংশে আবির্ভূত হবেন। দেবকীর যেকোন পুত্র বিষ্ণু হতে পারে তাই তাঁর কোন পুত্রকে রেহাই দেওয়া উচিত নয়।" এইভাবে বলে নারদ মুনি কংসের পাপ প্রবৃত্তির বিকাশ ও প্রকাশ করতে চাইলেন, যাতে ভগবান শীঘ্রই অবতীর্ণ হন। তা শুনে কংস আরও বেশী উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল এবং মৃত্যু ভয়ে ব্যাকুলিত হয়ে দেবকী ও বসুদেবকে কারাগারে বন্ধন করে রাখল ও তাঁদের ছয়টি পুত্রকে একে একে হত্যা করল। কারণ সে মনে করেছিল যে, দেবকীর যেকোন পুত্র বিষ্ণু হতে পারে।

যদুবংশে দেবতাগণ তার শত্রুরূপে আবির্ভূত হয়েছেন জেনে কংস যদু বংশের সমস্ত রাজ পরিবারের সদস্যগণকে নির্যাতন করতে শুরু করল। এমন কি তার পিতা উগ্রসেনকে বন্দী করে নিজে রাজপদ অধিকার করল। প্রলম্ব, বক আদি সমস্ত অসুরদের সহায়তায় এবং মগধরাজ জরাসন্ধের পৃষ্ঠপোষকতায় কংস যদুবংশের রাজন্যগণের উপর অত্যাচার করা আরম্ভ করল। ফলস্বরূপ তার ভয়ে যাদবরা সেই দেশ পরিত্যাগ করে বিদেহ ও কোশল আদি অন্য দেশে চলে যেতে লাগল। অক্রুরাদি কয়েকজন কংসের আনুগত্য স্বীকার করে তাঁর কাছে থাকলেন, কারণ শ্রীকৃষ্ণের লীলা দর্শন করাই তাঁদের মনোভিলাষ ছিল।

কংস দেবকীর ছয়টি পুত্র অর্থাৎ ষট্‌গর্ভাসুরদের হত্যা করার পর দেবকীর গর্ভে অনন্তদেব বা সঙ্কর্ষণ ভগবান প্রবেশ করলেন। তিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্য দেবকীর গর্ভে সুব্যবস্থা করে যোগমায়ার সহায়তায় তাঁর নিত্য মাতা রোহিণীর

গর্ভে প্রবেশ করে রোহিণীনন্দন শ্রীবলরামরূপে আবির্ভূত হলেন। তখন মাতা রোহিণী নন্দালয়ে অবস্থান করতেন। কংসের ভয়ে বসুদেব তাঁর পত্নীদের মধ্যে অন্যতম রোহিণীকে গুপ্তভাবে নন্দালয়ে প্রেরণ করেছিলেন। দেবকীর সপ্তম গর্ভ যোগমায়ার দ্বারা দেবকীর গর্ভ থেকে স্থানান্তরিত হওয়াতে এই রহস্যটি জনসাধারণ বুঝতে না পেরে মনে করেছিলেন যে, তাঁর সপ্তম গর্ভ নষ্ট হয়ে গেছে, তাই তাঁরা সকলে অত্যন্ত অনুশোচনা করেছিলেন। তারপর পরম পুরুষ ভগবান, যিনি সমস্ত জীবের পরমাত্মা এবং ভক্তদের অভয়দাতা তিনি সর্বঐশ্বর্যসমন্বিত হয়ে বসুদেবের মনে প্রবেশ করে আবির্ভূত হয়েছিলেন। এভাবে যখন বসুদেব ভগবানকে তাঁর হৃদয়ে ধারণ করেছিলেন, তখন তাঁর শরীর দিব্যালোকে উদ্ভাসিত হল। তারপর সর্বমঙ্গলের মঙ্গলস্বরূপ পরম পুরুষ ভগবান তাঁর সমস্ত অংশ ও কলাসহ বসুদেবের মন থেকে দেবকীর মনে প্রবেশ করলেন। দেবকী এইভাবে সমস্ত কারণের পরম কারণ ভগবানকে তাঁর হৃদয়ে ধারণ করে প্রাচ্যদিশা উদিত চন্দ্রকে ধারণ করার মতো সৌন্দর্যময়ী হয়ে উঠলেন।

দেবকীর গর্ভ থেকে ভগবানের আবির্ভূত হওয়ার সময় আসন্ন হয়ে গেছে। দেবকীর শরীরে অনির্বচনীয় সৌন্দর্য ও জ্যোতি দেখেই কংস তা বুঝতে পেরেছে।

আসীনঃ সংবিশংতিষ্ঠন্ ভুঞ্জানঃ পর্যটন্ মহীম্।
চিন্তয়ানো হৃষীকেশমপশ্যৎ তন্ময়ং জগৎ।।

কংস সিংহাসনে অথবা তার ঘরে উপবেশন করার সময়, শয্যায় শয়ন করার সময়, কোন স্থানে অবস্থান করার সময়, ভোজন করার সময় অথবা বিচরণ করার সময় সর্বদাই তার শত্রু ভগবান হৃষীকেশকে কেবল দর্শন করেছিল। অর্থাৎ তার সর্বব্যপক শত্রুর কথা চিন্তা করে কংস প্রতিকূলভাবে কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত হয়েছিল।

ব্রহ্মা, শিব আদি দেবগণ অদৃশ্যভাবে এসে দেবকীর গর্ভস্থিত পরমেশ্বর ভগবানকে প্রার্থনা জানালেন। তারপর শুভক্ষণে শুভসময়ে সর্বজীবের অন্তরস্থিত পরম পুরুষ ভগবান দেবকীর হৃদয় থেকে আবির্ভূত হলেন।

ভগবানের আবির্ভাবের শুভক্ষণে সমগ্র জগত সৌন্দর্য, শান্তি ও সত্ত্বগুণে মণ্ডিত হয়েছিল। অশ্বিনী, রোহিণী আদি নক্ষত্রগণের আবির্ভাব হল। সূর্য, চন্দ্র ও অন্যান্য গ্রহগণ অত্যন্ত শান্তভাব ধারণ করেছিল। দিকসমূহকে পূর্ণ আনন্দদায়ক মনে হয়েছিল এবং মেঘশূন্য আকাশে তারকারাজি ঝলমল করছিল। নগর, গ্রাম, খনি ও গোচারণ ভূমির দ্বারা সুশোভিত ধরিত্রীকে সর্বমঙ্গলময় বোধ হয়েছিল এবং স্বচ্ছ জলে ভরা নদীগুলি প্রবাহিত হচ্ছিল। হ্রদ আদি বিশাল জলাশয়গুলি পদ্ম ফুলে পূর্ণ হয়ে অত্যন্ত শোভামান ছিল। ফুলে, ফলে, পাতায় ভরা বৃক্ষরাজিগুলি অত্যন্ত নয়নাভিরাম ছিল। কিন্নর এবং গন্ধর্বগণ মঙ্গলময় গান গাইছিলেন, সিদ্ধ ও চারণেরা শুভ প্রার্থনা করেছিলেন এবং বিদ্যাধরগণ অপ্সরাগণদের সঙ্গে আনন্দে নৃত্য করতে শুরু করেছিলেন। দেবতা ও ঋষিগণ আনন্দে পুষ্পবৃষ্টি করতে লাগলেন। তখন সর্বজীবের অন্তর্যামী পরম পুরুষ ভগবান বিষ্ণু সেই গভীর রাত্রিতে পূর্বদিশা থেকে চন্দ্রের উদয় হওয়ার মতো দেবকীর হৃদয় থেকে আবির্ভূত হলেন।

বসুদেব সেই সদ্য আবির্ভূত শিশুকে দর্শন করলেন। তাঁর অতি অদ্ভুত নয়নযুগল পদ্মের মতো এবং তিনি চতুর্ভুজ ছিলেন। সেই চতুর্ভুজে তিনি শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম ধারণ করেছিলেন। তাঁর বক্ষে শ্রীবৎস চিহ্ন এবং গলদেশে কৌস্তুভমণি বিরাজমান। তিনি পীতবস্ত্র পরিধান করেছিলেন। তাঁর অঙ্গকান্তি ঘন মেঘের মতো শ্যামল। তাঁর মুখমণ্ডল বর্ধিত কেশ দ্বারা সুশোভিত ছিল। তাঁর কিরিটী এবং কর্ণকুণ্ডল বৈদুর্যমণিচ্ছটায় অতি আশ্চর্যজনকভাবে উজ্জ্বল ছিল। সেই শিশুটি অতি উজ্জ্বল মেখলা, কেয়ুর, বলয় প্রভৃতি অলঙ্কার দ্বারা সুশোভিত হয়ে অত্যন্ত অদ্ভুত মনে হচ্ছিল। এইরূপ অদ্ভুত পুত্র দর্শনে বসুদেবের চক্ষু বিস্ময়ে উৎফুল্ল হয়ে উঠল। তিনি দিব্য আনন্দে মগ্ন হয়ে সঙ্গে সঙ্গে মানসিকভাবে ব্রাহ্মণগণকে ১০,০০০ গাভী দান করলেন। তারপর বসুদেব ও দেবকী পুত্ররূপে আবির্ভূত ভগবানকে করজোড়ে একের পর এক প্রার্থনা করলেন।

তাঁদের প্রার্থনার পর পরমপুরুষ ভগবান দেবকী ও বসুদেবের পূর্ব পূর্ব জন্মের কথা মনে করিয়ে দিলেন যে, তাঁদের তপস্যার ফলে তাঁরা তাঁকে পুত্ররূপে প্রাপ্ত হয়েছেন, এই কথা তাঁদেরকে জানিয়ে দেওয়ার জন্যই তিনি নিজে বিষ্ণুরূপে আবির্ভূত হয়েছেন। ভগবান তাঁদেরকে জানিয়ে দিলেন যে, তাঁরা যেন তাঁকে পুত্ররূপে সবসময় চিন্তা করেন এবং এটিও জেনে রাখেন যে, তিনি হচ্ছেন পরমপুরুষ ভগবান। এই কথা বলে ভগবান তাঁর মূল আদি স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণরূপে নর বালকরূপ ধারণ করলেন।

ততশ্চ শৌরির্ভগবৎপ্রচোদিতঃ
সুতং সমাদায় স সূতিকাগৃহাৎ।
যদা বহির্গন্তুমিয়েষ তর্হ্যজা
যা যোগমায়াজনি নন্দজায়য়া।।

তারপর যখন ভগবানের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে বা তাঁর নির্দেশে সদ্যজাত শিশুকে সূতিকাগৃহ থেকে বাইরে নিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন ঠিক সেই সময় নন্দপত্নী যশোদার গর্ভ থেকে ভগবানের চিন্ময়ী শক্তি যোগমায়া একটি কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

হরিবংশ পুরাণে বর্ণিত আছে—দেবকী ও যশোদা একসময় জন্মদান করেছিলেন, এই বাক্যের সমর্থনে বিশ্বনাথ চক্রবর্তী পাদ যুক্তি দিয়েছেন যে, "ভগবান এক সময় দেবকী ও যশোদার গর্ভ থেকে আবির্ভূত হয়েছিলেন। নন্দালয়ে দ্বিভুজ কৃষ্ণরূপে ও দেবকীর গর্ভ থেকে চতুর্ভুজ বিষ্ণুরূপে। দেবকী ও বসুদেবের প্রার্থনা শেষ হলে তাঁদেরকে উপদেশ ও নির্দেশ দেওয়ার পর যশোদানন্দন কৃষ্ণ যোগমায়া দ্বারা বাহিত হয়ে এসে চতুর্ভুজ বাসুদেব কৃষ্ণকে আত্মসাৎ করে স্বয়ং নররূপে নিজেকে প্রকাশ করেছেন।"

কেউ প্রশ্ন করতে পারে কৃষ্ণ ব্রজ পরিত্যাগ করে বাইরে কোথাও যাননি, তবে এখন স্বয়ং কৃষ্ণ গোকুল ছেড়ে মথুরায় কংসের কারাগারে এসে দেবকীর

পুত্রকে আত্মসাৎ করলেন কি করে? এ সম্বন্ধে গোপালচম্পুতে শ্রীল জীব গোস্বামী বলছেন, "শ্রীকৃষ্ণ তাঁর নিত্য আস্থানরূপ গোকুলকে পরিত্যাগ না করেই মথুরায় গিয়েছেন। ঠিক যেভাবে একটি পদ্মফুল এক জায়গায় তার স্থিতি বজায় রেখে বায়ুচালিত হয়ে এদিক-ওদিক ঘুরতে থাকে।"

ভগবান বসুদেবকে নির্দেশ দিলেন যে, অতিসত্বর তাঁকে নন্দালয়ে রেখে যশোদার গর্ভ থেকে আবির্ভূত একটি কন্যাকে এখানে নিয়ে আসতে। তাঁর নির্দেশমত যখন বসুদেব শিশুপুত্রকে নিয়ে সূতিকাগৃহের বাইরে যেতে উদ্যত হলেন, যোগমায়ার প্রভাবে সঙ্গে সঙ্গে সে বন্ধনমুক্ত হয়ে গেলেন। বন্দিশালার দরজা খুলে গেল, সমস্ত প্রহরী ও অধিবাসীগণ গভীর নিদ্রায় শায়িত থাকল। পুত্রকে নিয়ে তিনি যখন বন্দিশালার বাইরে আসেন, তখন আকাশে প্রচণ্ড মেঘ, ঘোর বৃষ্টি ও অন্ধকারে রাস্তা-ঘাট কিছু দেখা যাচ্ছে না। ভগবানের ইচ্ছায় অনন্ত শেষনাগ তাঁর ফণা বিস্তার করে বসুদেবকে আবৃত করে বৃষ্টি থেকে রক্ষা করলেন এবং মহামায়া শৃগালীর রূপ ধারণ করে বসুদেবের সামনে রাস্তা দেখিয়ে যেতে লাগলেন। অন্ধকার রাত্রিতে ঘন ঘন বিদ্যুৎ-আলোকের সহায়তায় বসুদেব চলতে শুরু করলেন। যেতে যেতে বসুদেব হঠাৎ শুনলেন একজন প্রহরীর চিৎকার-—"সাবধান! কে তুমি এই অন্ধকার রাত্রিতে? কি চুরি করে পালাচ্ছ?" দেখতে দেখতে প্রহরীটি বসুদেবের সম্মুখে উপস্থিত হল। তিনি ছিলেন কংসের পিতা উগ্রসেন, যাঁকে নিষ্ঠুর কংস প্রহরীরূপে নিযুক্ত করেছিল। উগ্রসেন ভগবানের চতুর্ভুজ রূপ দর্শন করে বসুদেবকে মুক্ত করলেন এবং ভগবানকে করজোড়ে প্রণাম করলেন।

যমুনার অপর পারে গোকুল-নন্দালয়, যমুনাতীরে পৌঁছে বসুদেব দেখলেন নদী জলে ভরা, উত্তাল তরঙ্গ, নদী পার হবেন কি করে? শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশে যমুনা দেবী তাঁর গভীরতা কম করলেন। বসুদেব দেখলেন শৃগালটি তাঁর সামনে জলে প্রবেশ করে চলে যাচ্ছে। তার পিছনে পিছনে তিনিও যমুনার মধ্যে প্রবেশ করলেন। বসুদেব যখন নদীর মাঝামাঝি পৌঁছালেন তখন হঠাৎ শিশু কৃষ্ণ তাঁর

হাত থেকে যমুনার জলে পড়ে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। পুত্রহারা বসুদেব অত্যন্ত ব্যাকুলিত চিত্তে পুত্রের অন্বেষণ করতে লাগলেন। এদিকে যমুনাদেবী পুত্রকে কোলে করে স্বয়ং আবির্ভূতা হলেন এবং ভগবানকে কোলে ধারণ করে নিজেকে সৌভাগ্যবতী করে বসুদেবের হাতে অর্পণ করলেন। এইভাবে বহু বাধাবিঘ্ন পার করে পরিশেষে বসুদেব নন্দালয়ে পৌছালেন। তখন নন্দালয়ে সবাই গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন। মা যশোদাও প্রসবকালীন ক্লান্তিতে নিচেষ্ট-অজ্ঞান হয়ে আছেন। এমতাবস্থায় বসুদেব শিশুপুত্র কৃষ্ণকে যশোদার কাছে স্থাপন করে কন্যাকে সঙ্গে করে মথুরায় কংসের কারাগারে ফিরে আসেন।

কোনও কোনও আচার্যদের মতে যশোদানন্দন কৃষ্ণ ও যোগমায়া দু'জনেই মা যশোদার কাছে ছিলেন। যখন বসুদেব তাঁর পুত্রকে যশোদার কাছে স্থাপন করলেন, তখন বসুদেবপুত্র নন্দনন্দন-কৃষ্ণের শরীরে প্রবেশ করলেন। বসুদেব ঐশ্বর্য্যভাবের ভক্ত সেইজন্য তিনি মাধুর্যরসময় নন্দনন্দন কৃষ্ণকে দেখতে পারেননি।

বসুদেব যশোদার কন্যাকে নিয়ে বন্দিশালায় ফিরে আসেন এবং সেই কন্যাকে দেবকীর হস্তে প্রদান করে পূর্ব্ববৎ হস্তপদ শৃঙ্খলিত অবস্থায় অবস্থান করেন। যোগমায়ার প্রভাবে সমস্ত দরজা বন্ধ হয়ে যায়। দেবকীর গর্ভের নবজাত কন্যা ক্রন্দন করতে শুরু করলে সমস্ত প্রজাগণ বিশেষ করে প্রহরীগণ জেগে উঠল। তারা তৎক্ষণাৎ ভোজরাজ কংসকে দেবকীর অষ্টম গর্ভজাত সন্তানের সংবাদ জানায়। কংস অধীর হয়ে তার শয্যা ত্যাগ করে বন্দিশালায় এসে দেবকীর কাছ থেকে কন্যাটিকে নেওয়ার চেষ্টা করে। দেবকী অত্যন্ত কাতর হয়ে বললেন— এটি পুত্র নয়, কন্যা, তোমার মৃত্যুর কারণ হবে না। এই কন্যা বড় হলে তোমার পুত্রবধূরূপে আমি প্রদান করব। তাই একে তুমি মেরো না, তুমি আমার ছয়টি সন্তান হত্যা করেছ দয়া করে এই কন্যাটিকে আমাকে উপহার স্বরূপ প্রদান কর। কিন্তু কংস দেবকীর কাতর মিনতির প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করে তাঁর হাত থেকে কন্যাকে জোর করে নিয়ে যায় এবং হস্ত উত্তোলন করে শিলায় ছুঁড়ে মারতে উদ্যত হলে সেই শিশুকন্যাটি তার হাত থেকে ছুটে গিয়ে দূরে শূন্যেতে অষ্টভুজা

দেবী দুর্গারূপে আবির্ভূত হন। সেই দেবী কংসকে বললেন, "রে মূর্খ কংস! আমাকে মেরে কি হবে? তোমার পূর্ব শত্রু পরমপুরুষ ভগবান যিনি তোমাকে অবশ্যই বধ করবেন, তিনি অন্যত্র আবির্ভূত হয়ে গেছেন। তাই অন্যের শিশুদের অযথা তুমি হত্যা করো না।"

এই কথা বলে দেবী অন্তর্হিত হলেন। কংস অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হয়ে বসুদেব ও দেবকীকে বন্ধনমুক্ত করে দিল। তার শত্রু অন্যত্র জন্মগ্রহণ করেছে, কিন্তু সে বিনা কারণে বসুদেব ও দেবকীর পুত্রদের হত্যা করে তাঁদের এইভাবে উৎপীড়ন করার জন্য কংস অনুতপ্ত হয়ে দেবকী ও বসুদেবের কাছে দোষ ক্ষমা চায় ও তাঁদেরকে সান্ত্বনা জানায়। কংসের এই প্রকার অনুশোচনা লক্ষ্য করে দেবকী ও বসুদেব তাঁদের ক্রোধ সংবরণ করেন।

হাত থেকে যমুনার জলে পড়ে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। পুত্রহারা বসুদেব অত্যন্ত ব্যাকুলিত চিত্তে পুত্রের অন্বেষণ করতে লাগলেন। এদিকে যমুনাদেবী পুত্রকে কোলে করে স্বয়ং আবির্ভূতা হলেন এবং ভগবানকে কোলে ধারণ করে নিজেকে সৌভাগ্যবতী করে বসুদেবের হাতে অর্পণ করলেন। এইভাবে বহু বাধাবিঘ্ন পার করে পরিশেষে বসুদেব নন্দালয়ে পৌঁছালেন। তখন নন্দালয়ে সবাই গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন। মা যশোদাও প্রসবকালীন ক্লান্তিতে নিচেষ্ট-অজ্ঞান হয়ে আছেন। এমতাবস্থায় বসুদেব শিশুপুত্র কৃষ্ণকে যশোদার কাছে স্থাপন করে কন্যাকে সঙ্গে করে মথুরায় কংসের কারাগারে ফিরে আসেন।

কোনও কোনও আচার্যদের মতে যশোদানন্দন কৃষ্ণ ও যোগমায়া দু'জনেই মা যশোদার কাছে ছিলেন। যখন বসুদেব তাঁর পুত্রকে যশোদার কাছে স্থাপন করলেন, তখন বসুদেবপুত্র নন্দনন্দন-কৃষ্ণের শরীরে প্রবেশ করলেন। বসুদেব ঐশ্বর্য্যভাবের ভক্ত সেইজন্য তিনি মাধুর্যরসময় নন্দনন্দন কৃষ্ণকে দেখতে পারেননি।

বসুদেব যশোদার কন্যাকে নিয়ে বন্দিশালায় ফিরে আসেন এবং সেই কন্যাকে দেবকীর হস্তে প্রদান করে পূর্ব্ববৎ হস্তপদ শৃঙ্খলিত অবস্থায় অবস্থান করেন। যোগমায়ার প্রভাবে সমস্ত দরজা বন্ধ হয়ে যায়। দেবকীর গর্ভের নবজাত কন্যা ক্রন্দন করতে শুরু করলে সমস্ত প্রজাগণ বিশেষ করে প্রহরীগণ জেগে উঠল। তারা তৎক্ষণাৎ ভোজরাজ কংসকে দেবকীর অষ্টম গর্ভজাত সন্তানের সংবাদ জানায়। কংস অধীর হয়ে তার শয্যা ত্যাগ করে বন্দিশালায় এসে দেবকীর কাছ থেকে কন্যাটিকে নেওয়ার চেষ্টা করে। দেবকী অত্যন্ত কাতর হয়ে বললেন— এটি পুত্র নয়, কন্যা, তোমার মৃত্যুর কারণ হবে না। এই কন্যা বড় হলে তোমার পুত্রবধূরূপে আমি প্রদান করব। তাই একে তুমি মেরো না, তুমি আমার ছয়টি সন্তান হত্যা করেছ দয়া করে এই কন্যাটিকে আমাকে উপহার স্বরূপ প্রদান কর। কিন্তু কংস দেবকীর কাতর মিনতির প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করে তাঁর হাত থেকে কন্যাকে জোর করে নিয়ে যায় এবং হস্ত উত্তোলন করে শিলায় ছুঁড়ে মারতে উদ্যত হলে সেই শিশুকন্যাটি তার হাত থেকে ছুটে গিয়ে দূরে শূন্যেতে অষ্টভুজা

দেবী দুর্গারূপে আবির্ভূত হন। সেই দেবী কংসকে বললেন, "রে মূর্খ কংস! আমাকে মেরে কি হবে? তোমার পূর্ব শত্রু পরমপুরুষ ভগবান যিনি তোমাকে অবশ্যই বধ করবেন, তিনি অন্যত্র আবির্ভূত হয়ে গেছেন। তাই অন্যের শিশুদের অযথা তুমি হত্যা করো না।"

এই কথা বলে দেবী অন্তর্হিত হলেন। কংস অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হয়ে বসুদেব ও দেবকীকে বন্ধনমুক্ত করে দিল। তার শত্রু অন্যত্র জন্মগ্রহণ করেছে, কিন্তু সে বিনা কারণে বসুদেব ও দেবকীর পুত্রদের হত্যা করে তাঁদের এইভাবে উৎপীড়ন করার জন্য কংস অনুতপ্ত হয়ে দেবকী ও বসুদেবের কাছে দোষ ক্ষমা চায় ও তাঁদেরকে সান্ত্বনা জানায়। কংসের এই প্রকার অনুশোচনা লক্ষ্য করে দেবকী ও বসুদেব তাঁদের ক্রোধ সংবরণ করেন।

নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব

বৃষ্ণি বংশ অর্থাৎ যদু বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা দেবমীঢ়ের দুই ভার্যা ছিলেন। এক ভার্যা ক্ষত্রিয় বর্ণের, তাঁর গর্ভ থেকে শূরসেন জন্মগ্রহণ করে ক্ষত্রিয় বৃত্তি গ্রহণ করেন। অন্য ভার্যা বৈশ্য পরিবারের ছিলেন, যাঁর গর্ভ থেকে পর্জন্য নামক পুত্র জন্মগ্রহণ করে বৈশ্য বৃত্তি গ্রহণপূর্বক কৃষি ও গোপালনে নিযুক্ত ছিলেন। রাজা শূরের পুত্র বসুদেব এবং পর্জন্যের তৃতীয় পুত্র নন্দ, পর্জন্য মহারাজের পাঁচ পুত্র ছিল। উপনন্দ, অভিনন্দ, নন্দ, সনন্দ ও নন্দন। নন্দ, পর্জন্য মহারাজের তৃতীয় পুত্র হওয়া সত্ত্বেও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা উপনন্দের ইচ্ছায় তিনি রাজতিলক লাভ করে 'গোকুলরাজ' নামে অভিষিক্ত হলেন। এরপর পর্জন্য মহারাজ গোবিন্দের পাদপদ্ম ভজনের উদ্দেশ্যে বৃন্দাবনে প্রবেশ করলেন। বহুদিন অতিবাহিত হওয়ার পরও নন্দ মহারাজের কোন পুত্রসন্তান জন্ম না হওয়ায় সবাই অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত ও বিষন্নমনা হলেন। উপনন্দ আদি নন্দ মহারাজের পুত্র প্রাপ্তির জন্য পুরোহিতদের দ্বারা পুত্রেষ্ঠি যজ্ঞের ব্যবস্থা করলেন। বৃদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হওয়া সত্ত্বেও নন্দ মহারাজের পুত্রসন্তান জন্ম হল না।

একদিন নির্জনে বসে ব্রজরাজ নন্দ ব্রজেশ্বরীকে বললেন, "আমার সন্তান কামনা করে সকুশল আত্মীয়রা পুত্রেষ্ঠি ইত্যাদি যজ্ঞ করছেন। কিন্তু যজ্ঞের সংকল্প করার সময়ে আমার মন যে প্রকার সর্বাপেক্ষা বিচিত্র পুত্রের কামনা করছে, সেই অপূর্ব পুত্রকে এই যজ্ঞানুষ্ঠানজনিত পুণ্য কর্ম দ্বারা কি লাভ করা যায়? সেই প্রকার পুত্র অদৃষ্টের বশীভূত হতে পারে না। তাই এই সমস্ত যজ্ঞ-কর্মের ফল স্বরূপ তাঁকে লাভ করা যায় না। সে ত অদৃষ্টের নিয়ন্তা বা বিশ্বসৃষ্টির কারণ।" নন্দ মহারাজের হৃদয়ে নারায়ণ থেকেও অধিক মধুর ভাবযুক্ত সন্তান লাভের সংকল্প। তিনি দেখলেন এক শ্যামবর্ণ চঞ্চল, মনোহর ও সুদীর্ঘ নয়নযুক্ত বালক ব্রজেশ্বরীর কোলে খেলা করছেন। তিনি বুঝতে পারলেন না এটি স্বপ্ন না জাগরণ, তাই যশোদাকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, তিনিও কি এইরকম কিছু অনুভব করছেন

কিনা। সেই বালকটি কি তাঁর অন্তরে অবস্থান করছেন? ব্রজেশ্বরী বললেন, "হ্যাঁ, আমার মনেও সেইরূপ ভাব জাগে, কিন্তু আমি লজ্জাবশত প্রকাশ করি না। যাইহোক এইপ্রকার অসম্ভব মনোবাসনা থেকে নিবৃত্ত হয়ে বৈরাগ্য অবলম্বন করে আমরা মনকে সংযত করব।" ব্রজরাজ বললেন, "আমিও বহুবার এই প্রকার অলভ্য মনোরথকে সংযত করতে চেষ্টা করে বিফল হয়েছি। আমি আশা করি সেই নারায়ণ, যিনি আমাদের হৃদয়ে এই অদৃষ্ট এবং অশ্রুতপূর্ব রূপ প্রকাশ করছেন, তাঁরই সেবা উপাসনা করি।" এইরূপ মন্ত্রণা করার সময়ে আকাশে দেবতাগণ দুন্দুভিধ্বনি সৃষ্টি করলেন। এইভাবে দুজন বিচার করে শ্রীনারায়ণদেবের প্রীতির জন্য দ্বাদশী ব্রতের অনুষ্ঠানে রত হলেন। এই দ্বাদশী ব্রত অনুষ্ঠান একবর্ষ পূর্ণ হতে লাগল, তার ফলে মনের বাসনা আরও বৃদ্ধি পেতে লাগল। তখন এক সময় শ্রীনারায়ণদেব স্বয়ং স্বপ্নে উভয়ের নিকট আবির্ভূত হয়ে বললেন, "ওহে! আমার প্রতি তোমাদের যে অনুরাগপূর্ণ ভক্তি আছে তাতে দুঃখ পেয়ে শোকাকুল হওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। তোমরা যে অতসীপুষ্প থেকেও পরম সুন্দর সুকুমার পুত্র লাভের আশা পোষণ করেছ, সে সবসময় তোমাদের পুত্র রূপে প্রতি কল্পে আবির্ভূত হয়ে থাকেন। পূর্বে স্বর্গে তোমরা তোমাদের অংশে ধরা ও দ্রোণ রূপে জন্ম লাভ করেছিলে, এখন নন্দ ও যশোদা রূপে শ্রীকৃষ্ণকে নিজস্ব পুত্র রূপে প্রাপ্ত হবে। অচিরেই তোমাদের মনোবাসনা পূর্ণ হবে।" এই কথা বলে শ্রীনারায়ণ অন্তর্হিত হলেন। নন্দ-যশোদা আনন্দে উৎফুল্লিত হয়ে আত্মীয়-স্বজনকে সমস্ত বৃত্তান্ত জানালেন।

একদিন তপস্বিনীবেশধারী পৌর্ণমাসী দেবী স্নাতকোত্তর বটু ব্রাহ্মণ মধুমঙ্গলকে সঙ্গে নিয়ে নন্দ মহারাজের রাজসভায় উপস্থিত হলেন। সভায় উপস্থিত উপনন্দাদি সকলে উঠে তাঁদের প্রতি সম্মান জানিয়ে অতিথি সৎকার করলেন। তাঁরা বললেন, "আমাদের মতো দীন ব্যক্তিদের প্রতি এত কৃপা করলেন কেন?" তাপসী বললেন, "তোমাদের অনির্বচনীয় বৈভব সম্ভাবনা আছে। সেটি হচ্ছে নন্দ মহারাজের জগৎ আনন্দদায়ক এক সুন্দর পুত্র আবির্ভূত হবেন।" সবাই এতে খুব আনন্দিত হলেন এবং বললেন, "আমাদের এই

মহাবন মহাতীর্থে পরিণত হয়েছে। আমরা আপনার জন্য কৃষ্ণা (যমুনা) নদীর তীরে একটি পর্ণ কুটিরের ব্যবস্থা করে দিব।" এই কৃষ্ণা শব্দ শুনে তাপসী বললেন, "দেববাণীতুল্য তোমাদের এই কথায় সূচীত হচ্ছে যে, কৃষ্ণ নামে একটি পুত্রের জন্ম হবে।" তারপর সকলের অনুরোধে পৌর্ণমাসী দেবী ও বটু মধুমঙ্গল যমুনা তীরস্থ পর্ণ কুটীরে অবস্থান করলেন।

সেই দিনই কংসের ভয়ে ভীত বসুদেব ঘটকীর (স্ত্রী ঘোড়া) দ্বারা গুপ্তভাবে রোহিণীকে ব্রজে প্রেরণ করেন। গর্ভবতী রোহিণী যশোদার সঙ্গে ব্রজে সুখে বাস করতে লাগলেন। তারপর মাঘ মাসের কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদ তিথির রজনীতে যশোদা ব্রজরাজের সেবায় নিযুক্ত থাকার সময় উপলব্ধি করলেন যে, সেই পূর্ব অনুভূত বালকটির শরীর কোন কুমারীর দ্বারা সম্পূর্ণরূপে আচ্ছাদিত হয়ে ব্রজরাজের হৃদয় থেকে যশোদার হৃদয়ে প্রবেশ করলেন এবং (দৃশ্যমান অবস্থায়) স্থির থাকল। তারপর বালকটি যশোদার হৃদয়ে এবং কুমারী তাঁর জঠরে প্রবেশ করে অবস্থান করলেন। সেই সময়ে নন্দ মহারাজও নিজের হৃদয়ে বালকটির প্রবেশের আবেশ বহুক্ষণ ধরে অনুভব করলেন। তারপর যশোদার গর্ভলক্ষণ অনুমান করে ব্রজনারীগণ মাঙ্গলিক দ্রব্যসমূহ নিয়ে যশোদার কাছে উপস্থিত হলেন। গর্ভধারণের ফলে যশোদার মুখ ঈষদ্ পাণ্ডুবর্ণ, কুচাগ্রভাগ স্ফিত এবং উদর কিঞ্চিৎ উচ্চভাব ধারণ করল। স্ফটিক প্রান্তের মধ্যস্থিত প্রদীপের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণ ব্রজেশ্বরীর গর্ভে আত্মপ্রকাশ করে সারা জগতে প্রকাশ লাভ করলেন। তখন গর্ভে শ্রীকৃষ্ণকে সম্যক্‌রূপে ধারণ করার জন্য যশোদা মাতা তুলসী দ্বারা সংপৃক্ত, ঘৃতযুক্ত শর্করা সমেত এবং কর্পূরের গন্ধ সমন্বিত পরমান্ন ভোজনে আগ্রহ প্রকাশ করলেন।

ইতিমধ্যে নন্দালয়ে রোহিণীর গর্ভ থেকে উজ্জ্বল শুভ্র বর্ণসমন্বিত শিশু বলরাম আর্বিভূত হন। বলরাম জন্ম হয়ে সবসময় মূক (বোবা) হয়ে থাকতেন, কিন্তু যখন যশোদার কোলে যেতেন তখন (যশোদার গর্ভে শ্রীকৃষ্ণের অবস্থান হেতু) অত্যন্ত উল্লসিত হতেন। এইরূপে কিছু দিনের পর শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব হয়।

বৈবস্বত মন্বন্তরে অষ্টাবিংশ চতুর্যুগের দ্বাপরের শেষে ভাদ্র মাসে কৃষ্ণ পক্ষে অষ্টমী তিথিতে, বুধবারে, চন্দ্রোদয়পর রোহিণী নক্ষত্রে, হর্ষণ নামক যোগে পূর্ণতম পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ যশোদাকে আনন্দ প্রদান করার জন্য আবির্ভূত হলেন। শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের সময় সমস্ত দেবতাগণ শ্রীকৃষ্ণ দর্শনার্থে স্ব-স্ব সম্পত্তি উপহার নিয়ে উপস্থিত হলেন। তখন সত্যযুগ ব্যতিত ধ্যান, ত্রেতাযুগ ব্যতীত যজ্ঞ, দ্বাপর যুগ ব্যতীত অর্চনা, কলিযুগ ব্যতীত হরিনাম, বসন্তকাল ব্যতীত নব মল্লিকাদি পুষ্প, গ্রীষ্মকাল ব্যতীত পক্ক আম্র, শরৎকাল ব্যতীত জলশোভা, হেমন্তকাল ব্যতীত অগ্রহায়ণের ধান-শস্য, শিশির ব্যতীত কুন্দ পুষ্প, রাত্রিতে পদ্ম প্রকাশ, গুরুর উপদেশ ব্যতিরেকে হরির প্রতি ভক্তি এইরূপ অসম্ভব কার্য হয়েছিল। শ্রীকৃষ্ণের উপস্থিতির জন্য সমস্ত গ্রহ-নক্ষত্রগুলি, জ্যোতিষ শাস্ত্রের নিয়মকে লঙঘন করে শুভদায়িনী স্থানে অবস্থান করলেন। শ্রীকৃষ্ণের প্রভাবে এইরূপ অলৌকিক ঘটনা ঘটেছিল, এখানে শুধুমাত্র দিগ্‌দর্শন করা হল। ঠিক সেইভাবে শ্রীমতী যশোদাদেবীও প্রসবকালীন কোন যন্ত্রণা ব্যতীত অনায়াসে তাঁর অজ্ঞাতে প্রসব করেছিলেন, তখন বর্ষা ঋতুতে শরতকালের শোভা প্রভাব বিস্তার করেছিল।

নবজাত শিশুটির মুখমণ্ডল দেখতে পূর্ণ বিকশিত নীল কমলের অধীশ্বরের ন্যায় ছিল। তাঁর নেত্র-যুগলের সৌন্দর্য্য সূক্ষ্ম ভ্রমর দ্বারা মনোহর কুমুদ পুষ্পের মধ্যস্থিত পত্র সকলের অধীশ্বরের মত ছিল। নাসিকাটি নীল বর্ণ পদ্মের কান্তি সংযুক্ত, অগ্রভাগ উন্নত, একটি শ্রেষ্ঠ তিল ফুলের সদৃশ; তাঁর ওষ্ঠাধর সিন্দূর-গৈরিক জবা পুষ্প, বন্ধূক পুষ্প এবং বিম্বফলের সৌন্দর্য্যকে জয় করেছিল। কর্ণযুগল কৃষ্ণবর্ণ মৃত্তিকায় প্রস্তুত নবীন শ্যামলতার অধিপতির মত। তাঁর ভুজযুগল যেন নব পল্লবযুক্ত নব তমাল বৃক্ষের শাখাসকলের মত প্রতীয়মান ছিল। তাঁর মুখমণ্ডল মহাপদ্মকে, নয়নযুগল পদ্মকে, নাসিকা মকরকে, তাঁর ঈষৎ হাস্য কুন্দপুষ্পকে, কণ্ঠদেশ শঙ্খকে, চরণকমলের পশ্চাদ্‌ভাগ কচ্ছপকে, অঙ্গকান্তি নীলকে ও শ্রীমুখাদি অবয়ব খর্ব নামক নিধি বা খর্ব নামক সংখ্যাকে জয় করেছিল। যশোদানন্দন শ্রীকৃষ্ণের জন্মের সময়ে আর একটি অলৌকিক ঘটনা ঘটল।

[illegible] পরেই যোগমায়া একটি শিশু কন্যারূপে শ্রীকৃষ্ণের যশোদার সূতিকাশয্যায় জন্মগ্রহণ করে আত্মপ্রকাশ করলেন। শ্রীল [illegible] রচিত গোপাল চম্পু অবলম্বনে যশোদানন্দন রূপে ভগবান আবির্ভাব আমরা আলোচনা করলাম।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে, সেই শ্রীকৃষ্ণকে তবে বসুদেব ও দেবকীর পুত্র বলে সারা জগৎ জানে কি করে? তার রহস্য হচ্ছে এই যে, যখন নন্দালয়ে দ্বিভুজ কৃষ্ণ আবির্ভূত হয়েছেন তখন কংসের কারাগারে দেবকীর পুত্ররূপে চতুর্ভুজ বাসুদেব [illegible] আবির্ভূত হয়েছেন। শ্রীবসুদেব এবং দেবকীর অন্তরে যে চতুর্ভুজ রূপ স্ফূর্তি হয় সেইরূপে তিনি তাঁদের সম্মুখে আবির্ভূত হয়েছিলেন। ঠিক তেমনই, নন্দ মহারাজ ও যশোদার স্বপ্নে ও স্ফূর্তিতে যেভাবে দ্বিভুজ কৃষ্ণ আবির্ভূত হতেন, সেইভাবে তিনি দ্বিভুজ মূর্তিতে যশোদার গর্ভ থেকে আবির্ভূত হলেন।

শ্রীমদ্ভাগবত ১০/৮/১৪ শ্লোকে গর্গ মুনি নন্দ মহারাজকে বলেছেন, "হে নন্দ! তোমার এই পরম সুন্দর পুত্রটি পূর্বে কোন সময়ে বসুদেবের পুত্ররূপে জন্ম নিয়েছিলেন। তাই অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ এঁকে বাসুদেব বলে জানেন।" যখন ভগবান চতুর্ভুজরূপে কংসের কারাগারে দেবকী ও বসুদেবের সম্মুখে আবির্ভূত হলেন তখন তাঁরা ভগবানকে এই বিশেষ অলৌকিক-রূপবিশিষ্ট চতুর্ভুজরূপ পরিত্যাগ করে সাধারণ নর বালকরূপ ধারণ করতে প্রার্থনা করেছিলেন। তাঁদের ভয় ছিল যে, এই বিশেষ রূপ দেখে কংস অবশ্যই অমঙ্গল করতে চাইবে। ঠিক সেই সময় যোগমায়া, যশোদার গৃহে আবির্ভূত দ্বিভুজ কৃষ্ণকে দেবকীর শয্যায় প্রকাশিত করিয়েছেন। সেই নন্দের নন্দন শ্রীকৃষ্ণ নিজের মধ্যে দেবকীর গর্ভসম্ভূত চতুর্ভুজ বাসুদেব-কৃষ্ণ রূপকে আত্মসাৎ বা অন্তর্ভূত করে দ্বিভুজ রূপে দেবকী ও বসুদেবকে দর্শন দিলেন। তারপর শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশে বসুদেব সেই যশোদানন্দন শ্রীকৃষ্ণকে শিরে ধারণ করে নন্দালয়ে নিয়ে আসেন। সেখানে যশোদাকে অজ্ঞান অবস্থায় দেখেন এবং তাঁর শয্যায় তাঁর নবজাত কন্যাকে দর্শন করেন। বসুদেব শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশ অনুসারে শ্রীকৃষ্ণকে যশোদার শয্যায় স্থাপন করে তাঁর কন্যাকে

কংসের কারাগারে আনয়ন করেন। এইভাবে বসুদেব যশোদানন্দন শ্রীকৃষ্ণকেই তাঁর কোলে স্থাপন করলেন এবং যিনি যোগমায়ার সাহায্যে দেবকী ও বসুদেবের প্রার্থনাক্রমে কংসের কারাগারে উপস্থিত হয়ে চতুর্ভুজ শ্রীবাসুদেব-কৃষ্ণকে নিজের মধ্যে আত্মসাৎ করেছিলেন।

যশোদাপুত্রের কংসের কারাগারে দেবকীর শয্যায় স্থাপনা, চতুর্ভুজের আবরণাদি এই সমস্ত কার্য যোগমায়ার দ্বারা সংগঠিত হয়েছিল। তিনি (যোগমায়া) যশোদার সঙ্গে শরীরে থাকা সত্ত্বেও নিরাকার বা অরূপভাবে ঊর্ধ্বগতিশীল শরীর ধারণপূর্বক শ্রীকৃষ্ণকে বহন করেন। বায়ুরাশি যেভাবে নীল কমলকে বহন করে ঠিক সেইভাবে শ্রীকৃষ্ণকে যশোদার সূতিকা গৃহ থেকে নিয়ে কংসের কারাগারে দেবকী ও বসুদেবের সম্মুখে স্থাপন করেছিলেন। এই যোগমায়াই সঙ্কর্ষণকে দেবকীর গর্ভ থেকে আকর্ষণ করে রোহিনীর গর্ভে স্থাপন করেছিলেন।

নন্দ মহারাজের ঔরসে যশোদার গর্ভ থেকে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের শাস্ত্রীয় প্রমাণ

সাধারণতঃ সকলে জানেন যে, শ্রীকৃষ্ণ বসুদেবের পুত্ররূপে দেবকীর গর্ভ থেকে আবির্ভূত হয়েছেন, কিন্তু গোস্বামীগণ সমস্ত শাস্ত্র অনুশীলন করে পরম সত্যকে উদ্‌ঘাটন করেছেন যে, পূর্ণতম ভগবান গোলোকবিহারী শ্রীকৃষ্ণ নন্দের ঔরসজাত যশোদারই পুত্র। ভাগবত টীকাকারগণ সেই সম্বন্ধে বিভিন্ন শাস্ত্র অবলম্বনে প্রমাণসমূহ নিম্নমতে বর্ণনা করেছেন।

হরিবংশ পুরাণে ৫৯ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে যে, গর্ভকাল দশ মাস সম্পূর্ণ হওয়ার আগে আট মাসে (সাত মাস আট দিনে), (স্ত্রিয়ৌ) উভয় স্ত্রী দেবকী ও যশোদা একই সময়ে সন্তান প্রসব করেছেন।

গর্ভকালেত্বহসম্পূর্ণ অষ্টমে মাসিতে স্ত্রিয়ৌ।
দেবকী চ যশোদা চ সুষুবাতে সমং তদেতি।।

দেবকী ও যশোদা উভয়ে একই সময়ে প্রসব করেছেন। তবে একই সময়ে শ্রীকৃষ্ণকে প্রসব করেছেন কি? না, একই সময়ে যখন দেবকীর গর্ভ থেকে শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হয়েছেন ঠিক সেই সময়ে যোগমায়া যশোদার গর্ভ থেকে আবির্ভূত হয়েছেন? কিন্তু বিভিন্ন শাস্ত্র প্রমাণ থেকে জানা যায় যে, দেবকীর গর্ভ থেকে শ্রীকৃষ্ণ ও যশোদার গর্ভ থেকে যোগমায়া একই সময়ে আবির্ভূত হননি। যেমন বিষ্ণুপুরাণে বর্ণিত আছে যে, ভগবান মায়াদেবীকে ডেকে বলেছিলেন, "বর্ষাকালে অষ্টমী তিথির রাত্রিতে আমি আবির্ভূত হব এবং তুমিও তারপরেই নবমী তিথিতে আবির্ভূত হবে।"

প্রাবৃট্‌কালে চ নভসি কৃষ্ণাষ্টম্যামহং নিশি।
উৎপৎস্যামি নবম্যাঞ্চ প্রসূতিং ত্বমবাপ্স্যসি।।

অর্থাৎ এখান থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, যশোদার গর্ভ থেকে যোগমায়া ও

দেবকীর গর্ভ থেকে শ্রীকৃষ্ণ একই সময়ে আবির্ভূত হননি। শ্রীকৃষ্ণের পরে যোগমায়া আবির্ভূত হয়েছেন। শ্রীমদ্ভাগবতের ১০/৩/৪৭ শ্লোক থেকে এটি আরও সুস্পষ্ট হচ্ছে—

ততশ্চ শৌরির্ভগবৎপ্রচোদিতঃ
সুতং সমাদায় স সূতিকাগৃহাৎ।
যদা বহির্গন্তুমিয়েষ তর্হ্যজা
যা যোগমায়াজনি নন্দজায়য়া।।

অর্থাৎ যখন বসুদেব ভগবানের প্রেরণায় (তাঁর আবির্ভাবের পরে) পুত্রকে কোলে করে সূতিকাগৃহ থেকে বাইরে যাওয়ার কথা চিন্তা করলেন বা ইচ্ছা করলেন, তখন নন্দপত্নী যশোদা যোগমায়াকে প্রসব করলেন।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে যদি শ্রীকৃষ্ণ ও যোগমায়া একই সময়ে আবির্ভূত হননি, তবে হরিবংশে বর্ণিত দেবকী ও যশোদা একই সময়ে প্রসব করলেন অর্থাৎ, যখন দেবকীর গর্ভ থেকে শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হলেন তখন যশোদার গর্ভ থেকে কে আবির্ভূত হলেন? এই প্রসঙ্গে বিভিন্ন পুরাণ অনুযায়ী স্থিরকৃত হয়েছে যে, যশোদার গর্ভ থেকে স্বয়ং-রূপ ভগবান গোলোক বিহারী শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হয়েছেন।

শ্রীকৃষ্ণ যে, যশোদার গর্ভ থেকে আবির্ভূত হয়েছেন তার বিভিন্ন শাস্ত্র প্রমাণ হল ঃ কৃষ্ণ যামল (শ্রীল জীব গোস্বামী কৃত বৈষ্ণব তোষণী) ধৃত

নন্দপত্নি যশোদায়াং মিথুন সমপদ্যত।
যা স্ত্রী সা যোগমায়া তু যঃ পুমান্ স হরিঃ স্বয়ম্।।
প্রভাততারুণ সূর্যাভা দ্বিভুজাং পরমারুচা।
ন চ পল্পেতান কন্যাং যশোদা নন্দগেহিনী।।

সূর্যের প্রভার মতো দীপ্তিমন্ত দ্বিভুজা সেই কন্যাকে নন্দগৃহিনী যশোদা তখন দেখতে পারেননি। তিনি শুধু জানেন যে সন্তান হয়েছে, তা কন্যা বা পুত্র তা দেখেননি।

অনাদিমাদি সর্বেসাং নন্দ গোপ প্রিয়াত্মজঃ।

(ভাঃ ১০/৫/১) **নন্দস্ত্বাত্মজ উৎপন্নে জাতাহ্লাদো মহামনাঃ।**

(ভাঃ ১০/৮/১৪) **শ্রীরামকৃষ্ণের নামকরণ** সময়ে নন্দ মহারাজের প্রতি গর্গমুনির উক্তি—

প্রাগয়ং বসুদেবস্য ক্বচিজ্জাতস্তবাত্মজঃ।

(ভাঃ ১০/৬/৪৩) **নন্দঃ স্বপুত্রমাদায় প্রেত্যাগতমুদারধীঃ।**

শ্রীমদ্ভাগবতে উল্লেখিত ***নন্দগোপ প্রিয়াত্মজঃ, নন্দঃ*** তু আত্মজ, তবাত্মজঃ, স্বপুত্রমাদায় ইত্যাদি শব্দের ব্যবহার থেকে বুঝা যায় যে, শ্রীকৃষ্ণ নন্দ মহারাজেরই ঔরসজাত পুত্র। এখন প্রশ্ন হচ্ছে শ্রীমদ্ভাগবতে তাহলে এই বিষয় সুস্পষ্ট ভাবে বর্ণনা করা হল না কেন?

এ সম্বন্ধে শ্রীল জীব গোস্বামী শ্রীমদ্ভাগবতের ১০/২২/২১ শ্লোকের বৈষ্ণবতোষণী টীকায় লিখেছেন যে, শ্রীল শুকদেব গোস্বামী পরীক্ষিৎ মহারাজকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যে দেবকীর পুত্র (ভগবান দেবকীসূতঃ) বলেছেন, তার উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে, পরীক্ষিৎ মহারাজের পিতা অভিমন্যু সুভদ্রাদেবীর পুত্র হওয়াতে পরীক্ষিৎ মহারাজ হচ্ছেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নাতি। এইভাবে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক অবগত হলে তিনি প্রীত হবেন, এই উদ্দেশ্যে শ্রীল শুকদেব গোস্বামী পরীক্ষিৎ মহারাজের সামনে ভাগবত বর্ণনকালে শ্রীকৃষ্ণকে দেবকীর পুত্র বলে বর্ণনা করেছেন। তবুও তাঁর ভাগবত বর্ণনকালে পরোক্ষভাবে বহু স্থানে শ্রীকৃষ্ণকে নন্দমহারাজের নিজস্ব পুত্র বলে বর্ণনা ও নাম প্রকাশের মাধ্যমে উল্লেখ করেছেন। যেমন *নন্দাত্মজঃ, স্বপুত্রমাদায়* ইত্যাদি।

শ্রীমদ্ভাগবতের ১০/৩/৫৩ শ্লোকে যোগমায়াকে শ্রীকৃষ্ণের অনুজা বলতে বোঝায় যে, তিনি শ্রীকৃষ্ণকে অগ্রজ করে তারপরে স্বয়ং যশোদার গর্ভ থেকে আবির্ভূত হলেন।

শ্রীমদ্ভাগবতের ১০/২/৯ শ্লোকের টীকায় শ্রীল জীব গোস্বামী "অংশ ভাগেন" শব্দের তাৎপর্যে বলেছেন—শ্রীভগবান মায়াদেবীকে বললেন, দেবকী আমার প্রতি ঐশ্বর্যমিশ্রিত বাৎসল্য ভাবময়ের জন্য আমি অংশভাবে তাঁর পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করব। আমি নন্দপত্নী যশোদা থেকে পূর্ণতমরূপে জন্ম লাভ করে তাঁর থেকে ভাবান্তরশূন্য সম্পূর্ণ বাৎসল্য সুখ লাভ করব।

আরও একথাও বর্ণিত আছে যে, শাস্ত্রে যেখানে যেখানে শ্রীকৃষ্ণকে দেবকী পুত্র বলে বর্ণনা করা হয়েছে, (যথা শ্রীমদ্ভাগবতের ১০/২২/২১ "ভগবান দেবকীসূতঃ" শ্রুতিতে "ভগবান দেবকী-পুত্র" ইত্যাদি) তার অর্থ হচ্ছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন যশোদার পুত্র, কারণ যশোদার আর একটা নাম ছিল দেবকী। একই নামের জন্য দুই জনের মধ্যে মিত্রতা হয়েছিল।

হরিবংশে এই সম্বন্ধে বর্ণিত আছে যে, **"দ্বেনাম্নী নন্দভার্যায়া যশোদা দেবকী ইতি"** - নন্দ ভার্যার দুই নাম ছিল যশোদা এবং দেবকী।

বিষ্ণুপুরাণে বর্ণিত আছে ঃ-

"নন্দগোপগৃহে জাতো যশোদাগর্ভ সম্ভব"
"দ্বিভুজ মুরালীকান্তে যশোদাগর্ভ সম্ভবঃ"
"নন্দপত্নী যশোদায়ং মিথুনং সমজায়তে"
"সুষবে মিথুনং রাজ্ঞী কন্যামেকাম্ সূতং"
"যশোদাগর্ভ আনন্দমুদ্বহন গোকুলৈকসাম্"

শ্রীমদ্ভাগবতে ১০/৫/১-২ শ্লোকে বর্ণিত আছে, "জাতকর্ম আত্মজস্য বৈ" এই সম্বন্ধে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তীপাদ বলেছেন, নন্দ মহারাজ স্বপুত্রের জাত কর্ম করালেন। জাত কর্ম করতে হলে নাড়ি অর্থাৎ যা পুত্রকে মাতার সঙ্গে যুক্ত করে লেগে থাকে, তা ছেদন করতে হয়। যদি শ্রীকৃষ্ণ যশোদার গর্ভজাত না হতেন, তাহলে এই নাড়ি কাটার দরকার ছিল না। জাত কর্ম দ্বারা নাড়ি কাটা সূচিত হওয়াতে এই প্রমাণিত হচ্ছে যে, শ্রীকৃষ্ণ যশোদার গর্ভ সম্ভূত।

বৃহৎ বিষ্ণুপুরাণ ঃ- "আদৌ কৃষ্ণস্ততো মায়াযুগ্মং প্রাদুরভূদ্ ব্রজে কন্যামাদায় মথুরাং বাসুদেবে গতি সতী।"

প্রথমে শ্রীকৃষ্ণ তারপরে মায়াদেবী দুই জন ব্রজে আবির্ভূত হলেন। বসুদেব যখন নিজপুত্রকে যশোদার কোলে স্থাপন করে তাঁর কন্যাকে নিয়ে মথুরায় চলে গেলেন তখন বসুদেব সুত বাসুদেবকৃষ্ণ, নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণতে প্রবেশ করলেন।

বৃহৎ বিষ্ণুপুরাণ ঃ-

শ্রীকৃষ্ণে মায়য়া সার্দ্ধং যশোদা পুরতো গতে।
প্রকাশ্যং মহিতাঃ সর্বে বভূবুর্ব্রজবাসীনঃ।।
মথুরায়াং সুতম্ গৃহন্নাগত্যানকদুন্দুভিঃ।
নন্দস্য সদনং গত্বা পশ্যৎ কন্যাং ন বৈ সুতম্।।
স্ব সুতং তত্র সংস্থাপ্য কন্যামাদায় নির্গতে।
বসুদেবে বাসুদেবঃ প্রবিশন্ নন্দনন্দনম্।।

মায়াকে সঙ্গে করে শ্রীকৃষ্ণ যখন আবির্ভূত হলেন, তখন সমস্ত ব্রজবাসী মায়ার দ্বারা মোহিত হয়ে নিদ্রা গেলেন। মথুরা থেকে নিজ পুত্রকে নিয়ে বসুদেব যখন নন্দগৃহে প্রবেশ করলেন তখন সেখানে কেবল কন্যাকে দর্শন করলেন, পুত্রকে দর্শন করতে পারলেন না (কারণ তিনি ঐশ্বর্য জ্ঞান হেতু মাধুর্যময় নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণকে দেখতে সক্ষম ছিলেন না)। সেখানে নিজ পুত্রকে রেখে যখন কন্যাকে সঙ্গে করে বর্হিগত হলেন, তখন বসুদেবপুত্র বাসুদেব নন্দনন্দনের শরীরে প্রবেশ করলেন। তারপর ব্রজালয়ের সকলে চেতনা প্রাপ্ত হলেন।

শ্রীল রূপ গোস্বামী লঘু ভাগবতমৃত গ্রন্থের পূর্ব খণ্ড শ্রীকৃষ্ণামৃতে বলেছেন—

কেচিদ্ ভাগবতাঃ প্রাহুরেবমত্র পুরাতনাঃ।
ব্যূহোঃ প্রাদুর্ভবেদাদ্যো গৃহেম্বানকদুন্দুভেঃ।।
গোষ্ঠে তু মায়য়া সার্দ্ধং শ্রীলীলাপুরুষোত্তমঃ।
গত্বা যদুবর গোষ্ঠং তত্র সূতীগৃহং বিশন্।।

কন্যামেব পরং বীক্ষ্যতামাদায়াব্রজৎ পুরম্।
প্রাবিশদ্ বাসুদেবস্তু শ্রীলীলাপুরুষোত্তমম্।।
এতচ্চাতি রহস্যত্বাৎ নক্তোং তত্র কথাক্রমে।
কিন্তু ক্বচিৎ প্রসঙ্গেন সূচ্যতে শ্রীশুকাদিভিঃ।।

অর্থাৎ কোন কোন প্রাচীন ভাগবত বলেন শ্রীহরির আদি ব্যূহ (বাসুদেব) বসুদেবের গৃহে আবির্ভূত হন, অর্থাৎ কংসের কারাগারে আবির্ভূত হন। ব্রজে স্বয়ং শ্রীলীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ মায়াকে সঙ্গে করে আবির্ভূত হন। যদু শ্রেষ্ঠ বসুদেব ব্রজে গিয়ে যশোদার সূতিকা গৃহে এক কন্যা দর্শন করলেন এবং স্ব-পুত্রকে সেখানে রেখে কন্যাকে সঙ্গে করে মথুরাপুরে প্রত্যাবর্তন করলেন। তারপর বসুদেবপুত্র বাসুদেব শ্রীলীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের শরীরে প্রবেশ করে একীভূত হলেন। এই বিষয় অতীব রহস্যময় বলে শ্রীল শুকদেব গোস্বামী আদি কথাক্রমে সেই সেই স্থানে তা বলেননি, কিন্তু প্রসঙ্গক্রমে বিভিন্ন স্থানে তার সূচনা করেছেন।